

**SARASWATI PUJA PADDHYATI IN BENGALI**



## নিবেদন

বাগ্‌বাদিনী শ্রীশ্রীবাগীশ্বরীর কৃপা ও পূজনীয় ভূদেব ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ সম্বল করিয়া “শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি” প্রকাশ করিতেছি। আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে এ প্রচেষ্টা ধৃষ্টতা ব্যতীত কিছুই নহে। তবে ভরসা এই যে, গ্রন্থখানি বাঁহাদের জন্য, সেই পূজকমণ্ডলীর কার্যোপযোগী হইলেই আমার পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থক হইবে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, তাড়াতাড়ি মুদ্রণকার্যের জন্য এবং অন্য ভুল প্রমাদের জন্য আমি ক্ষমার্থ। বারান্তরে উহা অবশ্যই সংশোধন করা হইবে।

ইতি আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী  
প্রকাশক

স্বস্তিবাচন	৫	মাঘসঙ্কবলি	১০	করন্যাস	১৬	কাণ্ডরোপণ মন্ত্র	২১
স্বস্তিসূক্ত	৫	আসনতত্ত্বি	১১	অঙ্গন্যাস	১৭	সূত্রবেটন মন্ত্র	২২
সাক্ষ্যমন্ত্র	৬	পুষ্পতত্ত্বি	১১	ব্যাপকন্যাস	১৭	আবাহন	২২
বরণ	৬	প্রাণায়াম	১২	ঋষ্যাদিন্যাস	১৭	চক্ষুর্দান	২৩
সকর	৭	ভূততত্ত্বি	১২	ধ্যান	১৭	প্রাণপ্রতিষ্ঠা	২৩
সকরসূক্ত	৭	মাতৃকান্যাস	১৩	মানসপূজা, বিশেষার্থ	১৮	গণেশাদির পূজা	২৪
পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র	৮	অন্তর্মতৃকান্যাস	১৩	পীঠপূজা	১৯	ঋধান পূজা	২৬
সামান্যার্থ	৮	বাহ্যমাতৃকান্যাস	১৪	বেদীশোধন	২০	পুষ্পাঞ্জলি, প্রণাম মন্ত্র	২৯
ঘোরপূজা	১০	সংহারমাতৃকান্যাস	১৫	বিতানশোধন	২০	হোম	৩০
বিদ্যাপসারণ	১০	পীঠন্যাস	১৬	ঘটস্থাপন	২০	সরস্বতী স্তোত্রম্ ও কবচ	৫৪

## ফর্দমালা

সিন্দুর, পুরোহিতবরণ ১, তিল, হরিতকী, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চগব্য, পঞ্চশস্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চপল্লব ১, ঘট, কুণ্ডহাঁড়ি ১, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, তীরকাঠি ৪, ঘটচ্ছাদন গামছা ১, বরণডালা, সমীষ ডাব ১, এক সরা আতপ চাউল, পুষ্পদি, আসনাজুরীয়ক ২, মধুপর্কের বাটি ২, নৈবেদ্য ২, কুচানৈবেদ্য ১, সরস্বতী শাটী ১, নারায়ণের ধূতি ১, চন্দ্রমাল্য ১, বিশ্বপত্রমালা ১, থালা ১, গেলাস ১, শঙ্খ ১, লৌহ ১, নথ ১, রচনা ১, আমের মুকুল, যবের শীষ, ফুল, আবির, ল, মধ্যাসার ও লেখনী, ভোগের ধব্যাদি, বালি, কাঠ, খোড়কে, গব্যযূত ২৫০ গ্রাম, পান, পানের মশলা, হোমের বিশ্বপত্র ২৮, কপূর, পূর্ণপাত্র ১ ও দক্ষিণা।

## শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজাপদ্ধতি

স্বস্তিবাচন—মাঘমাসে শুক্লাপক্ষমী তিথিতে প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে শুদ্ধাসনে উপবেশন করতঃ হস্তে কুশাজুরীয়ক ধারণ করিয়া নারায়ণে (শালগ্রামশিলায়) গন্ধপুষ্প দিয়া তাম্রপাত্রে (কুশীতে) আতপতুল লইয়া স্বস্তিবাচন করিবে, যথা—“কর্তব্যেহস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী মস্যাধারলেখনীপূজাকর্মণি ও পূণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত, ও পূণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত, ও পূণ্যাহং ভবন্তো ক্রবন্ত, ও পূণ্যাহম্, ও পূণ্যাহম্, ও পূণ্যাহম্।। ও কর্তব্যেহস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী মস্যাধারলেখনীপূজাকর্মণি ও স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ও স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ও স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ও স্বস্তি, ও স্বস্তি, ও স্বস্তি।। ও কর্তব্যেহস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী মস্যাধারলেখনীপূজাকর্মণি ও স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ও স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ও স্বস্তি ভবন্তো ক্রবন্ত, ও স্বস্তি, ও স্বস্তি, ও স্বস্তি।।” মন্ত্রপাঠ করিয়া আতপচাউল বিকীরণ করতঃ যবেদোক্ত সূত্রপাঠ করিবে।

স্বস্তিসূক্ত (সাম)—“ও সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমবারভামহে। আদিত্যং বিশ্বং সূর্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ও স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃজ্রবাসঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তাক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।। ও স্বস্তি, ও স্বস্তি, ও স্বস্তি।।”

(যজু)—“ও স্বস্তি ন ইম্মো বৃক্ষশবাঃ স্বস্তি নঃ পৃথা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্কো অরিষ্টনেমি, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ও গণানাক্ষা গণপতিও হবামহে, প্রিয়াপাক্ষা প্রিয়পতিও হবামহে, নিখিনাক্ষা নিখিপতিও হবামহে। বসো মম ॥ ও স্বস্তি, ও স্বস্তি, ও স্বস্তি ॥” পরে কৃতাজ্জলি হইয়া সাক্ষমন্ত্র পাঠ করিবে।

সাক্ষমন্ত্র—\*“ও সূর্য্যঃ সোমো যমঃ, কালঃ সঙ্ঘো ভূতান্যহ ঋশা। পবনো দিকপতির্ভূমিরাক্ষশং ঋচরামরামঃ। ব্রাহ্মণঃ শাসনমাহ্বায় করধ্বমিহ ॥”

বরণ—কর্তা স্বয়ং পূজাকরণে অশক্ত হইলে পূজক ও তন্ত্রধারক বরণ করিবে। কর্তা পূর্বাস্যে এবং বৃত ব্রাহ্মণ উত্তরাস্যে উপবেশন করিবে। কর্তা কৃতাজ্জলি হইয়া বলিবে “ও সাধুভবনাক্ষাম্।” বৃত ব্রাহ্মণ বলিবে “ও সাধ্বহমাসো।” কর্তা বলিবে “ও অর্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।” ব্রাহ্মণ বলিবে “ও অর্চয়।” কর্তা গন্ধপুষ্প, যজ্ঞোপবীত ও বস্ত্রাদিসূরীয়ক গ্রহণ করিয়া “এতানি গন্ধপুষ্পবস্ত্রাদিসূরীয়কযজ্ঞোপবীতানি ও ব্রাহ্মণায় নমঃ” মন্ত্রে ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ব্রাহ্মণ বলিবে “ও স্বস্তি।” পরে কর্তা আতপচাউল

\* ঋী ও শূদ্রপক্ষে সর্বত্র কেবল, “স্বস্তি” শব্দ প্রয়োগ করিবে। “পূণাহং, সন্নিধিৎ ও ঋদ্ধিং” এই শব্দ “ও” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে না। “ও” পরিবর্তে “নমঃ” শব্দ প্রয়োগ হইবে।

হইয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণজানু স্পর্শ করিয়া বরণবাক্য পাঠ করিবে—যথা, “বিক্ষুরৌ তৎসদন্য মাযেমাসি শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাক্তিধৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা মৎসঙ্কল্পিত শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী লেখনীমস্যাধারপূজাকর্মানি পূজককর্ম (তন্ত্রধারককর্ম) করণায় অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মাগমেতির্গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্য ভবন্তমহং বৃশে।” বৃত ব্রাহ্মণ বলিবে “বৃতোহস্মি।” কর্তা কৃতাজ্জলি হইয়া বলিবে “ও যথাবিহিত পূজককর্ম (তন্ত্রধারককর্ম) কুরু।” ব্রাহ্মণ বলিবে “ও যথাজ্ঞানং করবাণি ॥” অতঃপর সঙ্কল্প করিবে।

সঙ্কল্প—তাত্রপাত্র কুশ, তিল, ফল (হরিতকী), পুষ্প ও জলাদির দ্বারা পূর্ণ করতঃ পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া পূর্বাস্যে বা উত্তরাস্যে উপবেশন করিয়া সঙ্কল্প করিবে, যথা—“বিক্ষুরৌ তৎসদন্য মাযেমাসি শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাক্তিধৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুককামঃ গণেশাদিনানাদেবতাপূজাপূর্বক শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী লেখনীমস্যাধারপূজককর্মাহং করিষ্যে (পরার্থে “অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য করিষ্যামি”)। অতঃপর স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ্য।

সঙ্কল্পসূক্ত (সামবেদি)—“ও দেবো বো দ্রবিনোদাঃ পূর্ণাং বিবস্তাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপবা পূণধ্বমাদিষো দেব ওহতে ॥ ও অস্য সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্ত। ও অয়মারস্ত শুভায় ভবতু ॥”

যজুর্বেদি—“ও যজ্ঞাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদুস্তুসো তথৈবতি, দূরসমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মৈ মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্ত। ও অস্য সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্ত। ও অয়মারস্ত শুভায় ভবতু ॥” পরে স্ববেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা পঞ্চগব্য শোধন করিবে।

পঞ্চগব্য শোধনমন্ত্র—(সামবেদি)—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—ও গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যবঃ, সজাতোহন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ ॥ দুধ—ও সবন্ধবঃ গব্যো যু নো যথা পুরোধরোত রথয়া। বরিকস্য মাহোনাম্ ॥ দধি—ও দধিক্রাব্দ্যো অকরিষং জিষ্ণোরক্ষস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরোং প্রণ আয়ুংবি তারিষৎ ॥ দ্বত—ও দ্বতবতী ভুবনানামভিপ্রিয়োর্বী, পৃথ্বি মধুদুযে সুপেশস্য। দ্যাবা পৃথিবী বরুশস্য ধর্মণা বিশ্বভিতে অজরে ভুরিরেতসা ॥ কুশোদক—ও দেবস্য দ্বা সবিতুঃ প্রসবেহৃশ্বিনোবাহুভ্যাং পুষ্টো হস্ত্যভ্যাং গৃহামি ॥” অতঃপর গায়ত্রী পাঠ করিয়া একীকরণ করিবে।

যজুর্বেদি—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—ও গন্ধদ্বারা দূরাধর্বাং নিত্যপুষ্টাং করীষিধীম্। ইন্দ্রীয়ং সর্বভূতানাং তামিহোপহুয়েশ্রিয়ম্ ॥ দুধ—ও আপ্যায় সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃক্ষাং ভবা বাজস্য সন্ধখে। দধি—ও দধিক্রাব্দ্যো অকরিষং জিষ্ণোরক্ষস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরোং প্রণ আয়ুংবি তারিষৎ ॥ দ্বত—ও তেজোহসি শুক্রমস্যনৃতমসি ধামনামসি। প্রিহং দেবানামনাধুস্তং সেবয়জনমসি। কুশোদক—ও দেবস্য দ্বা সবিতুঃ প্রসবেহৃশ্বিনোবাহুভ্যাং পুষ্টো হস্ত্যভ্যামাদে ॥” অতঃপর গায়ত্রী পাঠ করিয়া একীকরণ। পরে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে।

সামান্যার্ঘ্য—ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া মণ্ডলে “ও আধারশক্তয়ে নমঃ, ও কুর্মায় নমঃ, ও অনন্তায় নমঃ, ও পৃথিবৌ

নমঃ” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া “ফট্” মন্ত্রে প্রোক্ষণীপাত্র (কোশা) প্রক্ষালন করতঃ মণ্ডলোপরি স্থাপন করিবে। পরে (ঐৎ) মূলমন্ত্রে অথবা ও মন্ত্রে পাত্র জলপূর্ণ করিয়া “ও অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাধ্বনে নমঃ” ও উং সোমমণ্ডলায় যোড়শকলাধ্বনে নমঃ, ও মং বহিমণ্ডলায় দশকলাধ্বনে নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া পাত্রস্থ জলে গন্ধপুষ্পাদি প্রদান করতঃ ধেনুমূত্রা, যোনিমূত্রা, অবগুষ্ঠনমূত্রা



ধেনুমূত্রা



যোনিমূত্রা



অবগুষ্ঠনমূত্রা



মৎসামূত্রা



অকুশুমূত্রা

ও মৎসামূত্রা প্রদর্শন করতঃ অকুশুমূত্রায় “ও গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নশ্বদে সিদ্ধু কাবেরী জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥” মন্ত্রে তীর্থবাহন করিয়া পাত্রস্থ জল দ্বারা পূজোপকরণ ও নিজেকে অভ্যক্ষণ করিয়া দ্বারপূজা করিবে।

**দ্বারপূজা**—জলদ্বারা “ফট্” মন্ত্রে দ্বারদেশ অভ্যক্ষণ করতঃ দ্বারদেবতাগণের আবাহন করিয়া পূজা করিবে, যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ও গাং গণেশায় নমঃ” এইক্রমে “ও মহালক্ষ্ম্যে নমঃ, ও সরস্বতৌ নমঃ, ও বিদ্যায় নমঃ, ও ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ও গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ, ও যাং যমুনায়ৈ নমঃ, ও অন্নায় নমঃ।” অশস্তপক্ষে “ও দ্বারদেবতাগণেভ্যো নমঃ” পরে বিদ্বাপসারণ করতঃ মাষভক্তবলি প্রদান করিবে।

**বিদ্বাপসারণ**—মূলমন্ত্রে (ঐং) দিব্যদৃষ্টিদ্বারা দিব্যবিদ্ব, “ও অন্নায় ফট্” মন্ত্রে অস্তরীক্ষের বিদ্ব ও ভূমিতে বামপদের গোড়ালী দ্বারা তিনবার আঘাত করিবে। ভৌমবিদ্ব অপসারণ করিবে।

**মাষভক্তবলি**—ভূমিতে স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি নূতন মৃৎপাত্রে বা বিষ্ণুগণ্ডে মাষকলাই, দধি ও আতপচাউল একত্র করতঃ স্থাপন করিবে। পরে ভূতগণের আবাহন করিবে, যথা—“ও ভূতাদয় ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত ইহসন্নিধত। অত্রাধিষ্ঠানং কুরুত মম পূজাং গৃহীত।।” অতঃপর “বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ” মন্ত্রে শোধন, “এতে গন্ধপুষ্পে ও মাষভক্তবলয়ে নমঃ, এতদধিপত্যয়ে ও শ্রীবিষ্ণবে নমঃ,” মন্ত্রে অর্চনা করিয়া “এষ মাষভক্তবলি ও ভূতাদিভ্যো নমঃ” মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। পরে কৃতান্তলি হইয়া পাঠ্য—“ও ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ তে বসন্তায় ভূতলে। তে গৃহস্থ ময়াদস্ত

বলিরেষ প্রসাবিতাঃ। পূজিতা গন্ধপুষ্পাসৌ বলিভিষ্ঠাপিতাস্থবা। দেশাদমাং বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্ত মৎকৃতাম্।। এষ মাষভক্তবলিঃ ও ভূতাদিভ্যো নমঃ। ও ভূতাদয়ঃ কামক্ষম।।” অতঃপর কিছু অক্ষত বা শ্বেতসর্বপ গ্রহণ করিয়া “ও অপসর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতা। যে ভূতা বিদ্বকর্জরস্তে নশ্যন্ত শিবাঙ্করা।। ও বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।। অপসর্পন্ত তে সর্বৈ চণ্ডিকাক্রোশ তাড়িতাঃ।।” মন্ত্র পাঠ করতঃ “ফট্” মন্ত্রে দশদিকে ছড়াইয়া দিয়া আসনগুচ্ছ করিবে।

**আসনগুচ্ছ**—ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিয়া “ও আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ” মন্ত্রে পূজা করিয়া মণ্ডলোপরি আসন স্থাপন করতঃ আসন স্পর্শ করিয়া পাঠ্য, যথা—“অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠস্থবিঃ সূতলং ছন্দঃ কুর্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ও পৃথিবীয়া ধৃতালোক্য দেবিত্বং বিষ্ণুনা ধৃত। ত্বঙ্ক ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্।।” (বামে) “ও গুরুভ্যো নমঃ, ও পরমগুরুভ্যো নমঃ, ও পরাপরগুরুভ্যো নমঃ”, (দক্ষিণে) “ও গণেশায় নমঃ”, (মাধ্যে) “ও ঐ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবতায়ৈ নমঃ।” অতঃপর “ফট্” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা করতলদ্বয় শোধন করতঃ ছোটিকার দ্বারা (তুড়ি) দশদিশ্বক্ষন করতঃ পুষ্পগুচ্ছ করিবে।

**পুষ্পগুচ্ছ**—পুষ্পে পূজনীয় দেবতার আবির্ভাব চিন্তা করতঃ “পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক সম্বন্ধায় হং” মন্ত্রে পুষ্প স্পর্শ করিয়া “ও পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে পুষ্পসম্ববে। পুষ্পচর্যাবকীর্ণে চ হং ফট্ স্বাহ।।” মন্ত্রে পুষ্প শোধন করিয়া প্রাণায়াম করিবে।

**প্রাণায়াম**—দক্ষিণনাসাপুট ধারণ করিয়া মূলমন্ত্র (ঐং) ষোড়শবার জলদ্বারা বায়ু পূরণ করিবে। পরে উভয় নাসায়ন্ত্র রুদ্ধ করতঃ চতুষষ্টিবার জপদ্বারা কুস্তক করিয়া, দ্বাত্রিংশবার জপদ্বারা দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু রেচন করিবে। পরে বিপরীতভাবে অর্থাৎ দক্ষিণনাসাপুটে বায়ু পূরণ করিয়া উভয়নাসা রুদ্ধ করতঃ কুস্তক করিবে এবং বামনাসা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিবে। পুনঃ বামনাসায় বায়ু পূরণ করিয়া কুস্তক করিয়া দক্ষিণনাসায় বায়ু পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ তিনবার করিলে, একবার প্রাণায়াম হয়। প্রাণায়াম পূরণকে ষোড়শ, কুস্তকে চতুষষ্টি ও রেচকে দ্বাত্রিংশবার করিতে হয়। অসমর্থপক্ষে একবার করিলে প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়। অশস্তপক্ষে ষোড়শবার স্থলে চারিবার, চতুষষ্টিবার স্থলে ষোড়শবার এবং দ্বাত্রিংশবার স্থলে আটবার জপ করিলে সিদ্ধ হয়। অতঃপর ভূতভক্তি করিবে।

**অথ ভূতভক্তি**—রং ইতি জলধারয়া বহিঃপ্রাকরণং বিচিন্ত্যা স্বাক্ষে উক্তানৌ কস্তৌ কৃতা হংস ইতি মন্ত্রেণ জীবাঙ্কানং হননস্থঃ নীপকলিকাকারং মূলাধারস্থ কুলকুলিনীয়া সহ সুবুদ্ভা-বর্ধনা মূলাধারস্থধিষ্ঠানমণিপুরকন্যাহত-বিশুদ্ধাঙ্কায় যট্চক্রাণি ভিত্তা শিরোহবহি-তামোমুখ সহস্রদলকমলকর্নিকান্তর্গত পরমাঙ্কনিসংযোগ্য তন্ত্রেব পৃথিব্যাশ্বেজ্যাব্যাক্ষণগহ্বরসরাপ্পর্শপনাসিকাজিহ্বাচক্ষুস্ত্রোত্র-

বাক্‌পাণিপানপায়ুপহ প্রকৃতিমনোবুদ্ধাহঙ্কাররূপচতুর্বিংশতিতন্ত্রানি জীলানি বিভাব্য দক্ষিণনাসাপুটং ধৃত্বা যমিতি বায়ুবীজং ধূমবর্ণং বামননাসাপুটে বিচিন্ত্যা তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য, নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুষষ্টিবারজপেন কুস্তকং কৃতা, বামকৃক্ষিহ কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোষ্য, তস্য দ্বাত্রিংশবারজপেন দক্ষিণনাসায় বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ দক্ষিণনাসাপুটে যমিতি বহিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবার জপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুষষ্টিবারজপেন কুস্তকং কৃতা, পাপপুরুষেণ সহ দেহং দম্ব্য, তস্য দ্বাত্রিংশবারজপেন বামননাসা ভ্রমেন সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ ঠমিতি চক্রবীজং ওজ্রবর্ণং বামননাসাপুটে তস্য ষোড়শবারজপেন ললাটে চশ্রং নীত্বা, নাসাপুটৌ ধৃত্বা যমিতি বর্ণবীজস্য চতুষষ্টিবারজপেন কুস্তকং কৃতা তস্মাৎললাটস্থচন্দ্রাঙ্গলিতসূর্যয়া মাতৃকাবর্ণাঙ্কিকয়া সমস্তদেহং বিরচ্য লমিতি পৃথিবীজস্য দ্বাত্রিংশবারজপেন দেহং সুপূঢ়ং বিচিন্ত্যা, দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। ততঃ, হংসঃ ইতি মন্ত্রেণ জীবং স্বস্থানে সংস্থাপ্য কুলকুলিনীং পৃথিব্যাদিনীং চ যথাস্থানে সংস্থাপয়েৎ।।” পরে ন্যাসাদি করিবে।

**মাতৃকান্যাস**—অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মস্ববিগায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতীদেবতা হলোবীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।। শিরসি—ও ব্রহ্মণে স্বস্বয়ে নমঃ। মুখে—ও গায়ত্রোচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ও মাতৃকা-সরস্বতীদেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ও হলভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ—ও স্বরেভ্যো শক্তিভ্যো নমঃ। সর্বাঙ্গে—ও অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।

**অন্তর্মাতৃকান্যাস**—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ঌং ৯ং ১ং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ইতি কঠে। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং

জং ষং এং টং ঠং ইতি হ্রস্বে। ডং ঢং গং তং ধং দং ধং নং পং ফং ইতি নাভৌ। বং ভং মং যং রং লং ইতি লিঙ্গমূলে। বং শং ষং ইতি মূলধ্বরে। হং ঙং ইতি ব্রুম্বাধো।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

বাহ্যমাতৃকান্যাস—“ও পক্ষাশ্রিত্তিবিভক্তমুখলেঃ পঞ্চদ্ব্যবন্ধঃস্থলাং ভাষ্মৌলিনিবন্ধচক্রশকলামাপীনতুসত্তনীম্। মুদ্রামক্ষণং সুধাতুলকলসং বিদ্যাঙ্ক হস্তাভুজৈর্বিজ্ঞাণং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নং বাগদেবতামাশ্রয়ে।। অং নমঃ (ললাটে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), ইং ঙং নমঃ (চক্ষুরোঃ), উং ঠং নমঃ (কর্ণরোঃ), ষং ষ্ণং নমঃ (নাসাঃ), ৯ং ৯ং নমঃ (গণ্ডরোঃ), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঐং নমঃ (অধরে), ওং নমঃ (উর্দ্ধদন্তে), ঐং নমঃ (অধোদন্তে), অং নমঃ (মস্তকে), অঃ নমঃ (মুখে), কং নমঃ (দক্ষবাহমূলে), খং নমঃ (কুর্পরে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঙং নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), চং নমঃ (বামবাহমূলে), ছং নমঃ (কুর্পরে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ঙং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঞং নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), টং নমঃ (দক্ষিণোক্তমূলে), ঠং নমঃ (জানুনি), ডং নমঃ (গুলফে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ধং নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), তং নমঃ (বামোক্তমূলে), ধং নমঃ (জানুনি), দং নমঃ (গুলফে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), নং নমঃ (অঙ্গুল্যাগ্রে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ভং নমঃ (নাভৌ), মং নমঃ (উদরে), যং নমঃ (হৃদি), রং নমঃ (দক্ষকক্ষে), লং নমঃ (ককুদি), শং নমঃ (বামকক্ষে), শং নমঃ (হৃদয়াদিদক্ষহস্তে), যং নমঃ (হৃদয়াদি বামহস্তে), সং নমঃ (হৃদয়াদি দক্ষিপাদে), হং নমঃ (হৃদয়াদিবামপাদে), লং নমঃ (হৃদয়াদিদুরে) ঙং নমঃ (হৃদয়াদিমুখে)।।

১৪

সংহারমাতৃকান্যাস—ও অক্ষয়জং হরিগণোতমদুহটকং, বিদ্যাং কঠোরবিরতং দখতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারনত্রাম্।। ঙং নমঃ—হৃদয়াদিমুখে, লং নমঃ—হৃদয়াদিজঠরে, হং নমঃ—হৃদয়াদিবামপাদাগ্রে, সং নমঃ—হৃদয়াদিদক্ষিপাদাগ্রে, যং নমঃ—হৃদয়াদিবামকরাগ্রে, শং নমঃ—হৃদয়াদিদক্ষিপকরাগ্রে, বং নমঃ—বামকক্ষে, লং নমঃ—ককুদি, রং নমঃ—দক্ষিণকক্ষে, যং নমঃ—হৃদি, মং নমঃ—উদরে, ভং নমঃ—নাভৌ, বং নমঃ—পৃষ্ঠে, ফং নমঃ—বামপার্শ্বে, পং নমঃ—দক্ষিণপার্শ্বে, নং নমঃ—বামপাদাঙ্গুল্যাগ্রে, ধং নমঃ—অঙ্গুলিমূলে, দং নমঃ—গুলফে, থং নমঃ—জানুনি, তং নমঃ—বামপাদমূলে, বং নমঃ—দক্ষিপাদাঙ্গুল্যাগ্রে, চং নমঃ—অঙ্গুলিমূলে, ডং নমঃ—গুলফে, ঠং নমঃ—জানুনি, টং নমঃ—দক্ষপাদমূলে, ঞং নমঃ—বামকরাঙ্গুল্যাগ্রে, ঙং নমঃ—অঙ্গুলিমূলে, জং নমঃ—বামমণিবন্ধে, ছং নমঃ—কুর্পরে, চং নমঃ—বামবাহমূলে, ঙং নমঃ—দক্ষিণ করাঙ্গুল্যাগ্রে, ঘং নমঃ—অঙ্গুলিমূলে, গং নমঃ—দক্ষমণিবন্ধে, খং নমঃ—কুর্পরে, কং নমঃ—দক্ষবাহমূলে, অঃ নমঃ—মুখে, অং নমঃ—মস্তকে, ঐং নমঃ—অধোদন্তপঙ্ক্তৌ, ওং নমঃ—উর্দ্ধদন্তপঙ্ক্তৌ, ঐং নমঃ—অধরে, এং নমঃ—ওষ্ঠে, ৯ং নমঃ—বামগণ্ডে, ৯ং নমঃ—দক্ষিণগণ্ডে, ষ্ণং নমঃ—বামনাসাপৃষ্ঠে, ষ্ণং নমঃ—দক্ষিনাসাপৃষ্ঠে, উং নমঃ—বামকর্ণে, উং নমঃ—দক্ষিণকর্ণে, ইং নমঃ—বামনেত্রে, ইং নমঃ—দক্ষিণনেত্রে, আং নমঃ—মুখবৃত্তে, অং নমঃ—ললাটে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

১৫

সীঠন্যাস—হৃদয়ে—ও আধারশক্তয়ে নমঃ, ও প্রকৃত্তো নমঃ, ও কুর্শায় নমঃ, ও অনস্তায় নমঃ, ও পৃথিব্যে নমঃ, ও স্বীরসমুদ্রায় নমঃ, ও শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ও মণিমণ্ডপায় নমঃ, ও কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ও মণিবৈদিকায় নমঃ, ও রত্ননিংহাসনায় নমঃ। দক্ষিণকক্ষে—ও ধর্ম্মায় নমঃ। বামকক্ষে—ও জ্ঞানায় নমঃ। বামোক্তমূলে—ও বৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণোক্তমূলে—ও ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। মুখে—ও অধর্ম্মায় নমঃ। বামপার্শ্বে—ও অজ্ঞানায় নমঃ। নাভৌ—ও অবিরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—ও অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। পুনর্হৃদয়ে—ও অনস্তায় নমঃ, ও পদ্মায় নমঃ, ও অং অর্কমণ্ডলায় ঘাসনকলায়ানে নমঃ, ও উং সোমমণ্ডলায় যোড়শকলায়ানে নমঃ, ও মং বহিমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ, সং সত্তায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আয়নে নমঃ, অং অন্তরায়নে নমঃ, পং পরমায়ানে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানায়নে নমঃ। ও মেধায়ৈ নমঃ, ও শ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ, ও শ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ, ও বিদ্যায়ৈ নমঃ, ও ত্রিণয়ে নমঃ, ও ধৃত্তো নমঃ, ও স্মৃত্তো নমঃ, ও বুজ্ঞো নমঃ। মণ্ডে—ও বিবেক্ষ্যে নমঃ। তদুপরি—ও কর্ণকমলাসনায় নমঃ।।

করন্যাস—ও অং কং খং গং ঘং ঙং আং অসুষ্ঠাতায় নমঃ। ও ইং চং ছং জং কং এং ঙং তঞ্জনীভাং হায়া। ও উং টং ঠং ডং ঢং গং উং মধ্যমাত্যাং বর্ষট্। ও এং তং ধং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাম হঁ। ও ওং পং ফং বং ভং মং ঐং কনিষ্ঠাত্যাং বৌষট্। ও অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ঙং অং অস্ত্রায় ফট্।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

১৬

অঙ্গন্যাস—ও অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ও ইং চং ছং জং কং এং ঙং ঙং শিরসে হায়া। ও উং টং ঠং ডং ঢং গং উং শিখায়ৈ বর্ষট্। ও এং তং ধং দং ধং নং ঐং কবচার হঁ। ও ওং পং ফং বং ভং মং ঐং নেত্রহরায় বৌষট্। ও অং যং রং লং বং শং ষং লং হং সং ঙং অং অস্ত্রায় ফট্।

ব্যাপকন্যাস—গন্ধপুষ্প লইয়া প্রণবপুটিত মূলমন্ত্র ( ও ঐং ) উচ্চারণ করিতে করিতে মস্তক হইতে পাদদেশ পর্যন্ত এবং পাদদেশ হইতে মস্তক পর্যন্ত, অনন্তর নাভি হইতে হৃদয় পর্যন্ত উভয় কর দ্বারা সাতবার অথবা কমপক্ষে তিনবার ব্যাপকন্যাস করিবে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

১৭

ঋষ্যাদিন্যাস—অস্য শ্রীশ্রীসরস্বতীমন্ত্রস্য কণ্ঠস্থায় বিরাত্, গায়ত্রীজ্ঞানঃ, শ্রীশ্রীবাণীশ্বরীসেবতা মম কবিত্বশক্তিবৃদ্ধয়ে শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজায়াঃ বিনিয়োগঃ। (শিরসি)“ও কথায় ঋষয়ে নমঃ।” (মুখে) “ও বিরাত্ গায়ত্রীজ্ঞানসে নমঃ।” (হৃদি)“ও বাণীশ্বর্যে দেবতায়ৈ নমঃ।”

স্থান—“ও তরুণশকলিমন্দোর্ব্রতীশ্রুতকান্তিঃ। কুচভরপমিতাসী সল্লিযন্ত্রা সিতাজ্ঞে। নিজকরকমলোদ্যায়ৈশ্বনী পুষ্টকস্তীঃ। সকল বিভবসিচ্ছো পাত্ত্ব বাগ্দেবতা নমঃ।।” পরে মনসাপূজা করতঃ বিশেষার্থ স্বাপন করিবে।

১৮



সূত্রবেষ্টন মন্ত্র—সূত্র স্পর্শ করিয়া পাঠ্য—“ও সূত্রমাংগ পৃথিবীং দ্যামনেহসং সূশর্দানমদিতিং সূশর্দীতিম্। দেবীং নাবং বরিত্রামনাগমগপ্রবন্তি মা কহেমা স্বস্তয়ে॥”

আবাহন—কুশ্মুদ্রা পুষ্প গ্রহণ করিয়া দেবীর ধ্যান করতঃ মূলমন্ত্র (এং) উচ্চারণপূর্বক পুষ্পে দেবীর অবস্থানে চিত্তা করিয়া

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি



পুষ্প ঘটে স্থাপন করিবে। অতঃপর আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন করতঃ দেবতার আবাহন করিবে, যথা—“ও ভূভুবঃস্বর্ভগবতি সরস্বতীদেবী স্বকীয় পরিবারগণসহিত। ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ (আবাহনী মুদ্রা), ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ (স্থাপনীমুদ্রা), ইহসম্মিমেহি (সন্ন্যাসপনী

মুদ্রা), ইহসম্মিরুধ্যথ (সম্মিগোথনী মুদ্রা), অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজ্যাং গৃহাণ (সন্দ্বন্দীকরণী মুদ্রা)।” অতঃপর “তং” মন্ত্রে অবগুষ্ঠন মুদ্রা (পং ৯) প্রদর্শন করিয়া মূলমন্ত্রে দেবীর স্বভঙ্গন্যাস করতঃ “বং” মন্ত্রে, ধেনুমুদ্রা (পং ৯) ও পরমীকরণ মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অতঃপর কৃতাজলি হইয়া পাঠ্য—ও দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমর্ষিত। যাবদ্ব্যং পূজয়িষ্যামি তবজুসুস্থিরা ভব॥” অতঃপর চক্ষুর্দান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

চক্ষুর্দান—কুশের অগ্রভাগ দ্বারা কজ্জল গ্রহণ করিয়া অগ্রে উর্ধ্বনেত্রে, পরে বামনেত্রে এবং তৎপরে দক্ষিণনেত্রে চক্ষুর্দান করিবে। মন্ত্র যথা, উর্ধ্বনেত্রে—“ও কয়া নশ্চিত্র আভুবনুতী সপাবুং সখা। কয়া শচিষ্টয়া বৃত্তা॥” বামনেত্রে—“ও আ পায়স্য সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষম্। ভবা বজ্জস্য সঙ্গথে॥” দক্ষিণনেত্রে—“ও চিত্রং দেবানামুদলনীকং, চক্ষুর্মিহস্য বরুণস্যাম্বেঃ আ প্রা দ্যাভাবা পৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য আতা জগতত্ত্ববৃষত্।”

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—কুশ ও পুষ্পাদি গ্রহণ করতঃ প্রতিমার মস্তকে দেবতার মূলমন্ত্র (এং) অষ্টোক্তর শতবার জপ করিবে। অতঃপর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া প্রতিমার মস্তক হইতে পাদপীঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনাঙ্গিকা দ্বারা দেবীপ্রতিমার হৃদয় অথবা কপোল স্পর্শ করিয়া মন্ত্রপাঠ সৎকারে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে, যথা—“ও আং শ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং সং যং হ্রৌং হংসঃ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যো প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। ও আং শ্রীং ক্রোং



লেখিত মুদ্রা

যং রং লং বং শং সং যং হ্রৌং হংসঃ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যো জীব ইহস্থিত। ও আং শ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং সং যং হ্রৌং হংসঃ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যো সবেক্রিয়ামি ইহস্থিতানি। ও আং শ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং সং যং হ্রৌং হংসঃ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যো বাহনশ্চক্ষুর্ভুক্রোত্রায়ানপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিত্রং তিষ্ঠন্ত স্বাথা।” অতঃপর লেখিতমুদ্রায় প্রতিমার হৃদয় স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ্য, যথা—“ও মনোজ্যোতির্ভূততামাজাস্য, বৃহস্পতির্যজমিমং তনোত্বরিস্তং যজ্ঞঃ সমিমং দধাতু, বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তমোম প্রতিষ্ঠ। অসৌ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্ত, অসৌ প্রাণা স্করন্ত চ। অসৌ দেবহসংখ্যায়ৈ স্বাথা। ও হংসঃ শুচিবহুসুরভরিক্সসক্রোতা বেদিনদতির্ধির্দুরোপসং। নৃষবরসনুত সধোম সনজ্ঞা গোজ্ঞা স্বজ্ঞা স্বতং বৃহৎ। ও প্রভম্বিষ্ণুঃ স্ববতে বীর্যোনি মৃগো ন জীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ। অস্যোক্ষুর্ভু ত্রিষু বিক্রমশ্চৈবিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্ব। ও বিশ্বর্ঘোনিং কল্পন্তু তৃষ্টা রূপানি সিংগতু। আসিঞ্চতু প্রজাপতিধাতা গর্ভং দধাতু তে। ও ব্রাহ্মকং যজ্ঞামহে সুগন্ধিং পৃষ্ঠিবর্ধনম্। উর্ধ্বকিক্কমিববন্ধনান্যুতোমুক্ষীরামবনুতং স্বাথা।” অতঃপর গায়ত্রী পাঠ্য। অতঃপর গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া প্রধান পূজা আরম্ভ করিবে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

গণেশাদির পূজা—গণেশের ধ্যান, যথা—“ও” স্বর্ধং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লঘোদরং, সুন্দরং প্রসাম্পন্নদগন্ধলুভ মধুপ ব্যালোল গণ্ডস্থলম্। দন্তাবাতবিদারিতারিকুধিরেঃ সিন্দুরশোভাকরং, বদনং শৈলসুতাশুভং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥” এই ধ্যান পাঠ করিয়া “এষ গঙ্ঘঃ ও গণেশায় নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ও গণেশায় নমঃ, এব ধূপঃ ও গণেশায় নমঃ, এব দীপঃ ও গণেশায় নমঃ,

এতম্বেদ্যম্ ও গণেশায় নমঃ, মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করতঃ প্রণাম করিবে, যথা—“ও একদন্তং মহাকায়াং লঘোদরং গজাননম্। বিদ্যনাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥ অনন্তরং সূর্যের পূজা করিবে। ধ্যান যথা—“ও রক্তাধ্বজাসনমমশেবতৈকসিদ্ধু, ডালুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মধরাভয়বরান্ দধতং করাজৈর্মণিক্যমৌলিমরুণাজরুচিং ত্রিনেত্রম্” ধ্যান পাঠ করিবে “এষ গঙ্ঘঃ ও শ্রীসূর্যায় নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। “ও জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যাপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্যান্তরিং সর্কপাশয়ং প্রণতোহস্মি নিবাকরম্॥” অনন্তরং বিষ্ণুর পূজা করিবে। ধ্যান যথা—“ও ধোয়ং সদা সবিভূতমণ্ডলমধ্যকর্তী নারায়ণং সরসিজাসন সন্নিবিস্তং। কেয়ুরকনককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী হিরণ্ময়বপুর্ভূতশঙ্খচক্র॥” ধ্যান পাঠ করিয়া “এষ গঙ্ঘঃ ও শ্রীবিষ্ণবে নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া “ও নমো ব্রহ্মণ্যদেব্যায় গোত্রাঙ্গপ্রহিতায় চ। জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥” মন্ত্রে প্রণাম করিবে। অনন্তরং শিবপূজা করিবে। ধ্যান যথা—“ও ধ্যারোমিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চরুচন্দ্রাবতংসং রত্নাক্রোচ্ছলাং, পরশুমুগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমস্তাং স্তমমমরণশৈব্যাকৃষ্টিং কসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিবিলভয়হরঃ পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।” এই ধ্যান পাঠ করিয়া “এষ গঙ্ঘঃ ও শিবায় নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। অনন্তরং দুর্গাপূজা করিবে, যথা—“ও কালানোভাং কটাক্ষরিকুলভয়লাং মৌলিবর্ধেন্দুশ্রেণাং, শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিবমপি কটৈরুহহস্তীং

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

ত্রিনেত্রাম্। সিংহক্কাধিরাজং ত্রিতুবনমখিলং তেজসাপুরয়ন্তীং ধ্যায়োদ্ধৃগাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃত্তাং সেবিতাং সিদ্ধিকামোঃ” এই ধ্যান পাঠ করিয়া “এব গন্ধঃ ও হ্রীং দুর্গায়ৈঃ নমঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবে, যথা—“ও সর্বকামসমঙ্গলো শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্রাশ্বকে গৌরী নারায়ণি নমোহঙ্কতে॥” পরে প্রধান পূজা করিবে।

প্রধান পূজা—প্রথমে দেবীর ধ্যান—(পৃঃ ১৭) করিয়া গন্ধপুষ্প ঘারা পূজা করতঃ মন্ত্র পাঠ সহকারে যথাযথ উপচারসকল ক্রমানুসারে নিবেদন করিবে, যথা, আসন—প্রথমে রজতাসন গ্রহণ করিয়া “বং এতম্ রজতাসনায় নমঃ” মন্ত্রে আসন শোধন করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে দেবায় ও শ্রীবিষ্ণবে নমঃ” মন্ত্রে নারায়ণে গন্ধপুষ্প দিয়া “এতৎ সম্প্রদানায় ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ” মন্ত্র পাঠ করত “ও আসনং গুরুং দেবেশি যং কৃতং শোভনং ময়া। সর্বকামফলং দেহি বাণীশ্বরী নমোহঙ্কতে ॥ এতৎ রজতাসনং ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ” মন্ত্রে দেবীকে নিবেদন করিবে। স্বাগত—“ও ভূর্ভুবঃস্বর্ভগবতি শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবী স্বাগতং সুস্বাগতং কুশলং তে। ও স্বাগতং অনুগৃহীতোহস্মি সুস্বাগতমিদং শুভম্। প্রণাম ভব দেবেশি কৃপাং কুরু হরিপ্রিয়ো ॥” পাদ্য—পাদ্য গ্রহণ করতঃ উপরোক্ত প্রকারে অর্চনা করতঃ “ও পাদ্যং গৃহাণ দেবেশি সর্বদুঃখাপহারকম্। ত্রাশ্ব বরদে দেবি নমস্তে বিষ্ণুবল্লভে ॥ এতৎ পাদ্যং ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” অর্ঘ্য—অর্ঘ্য গ্রহণ করতঃ অর্চনা করিয়া “ও দুর্ঝাকতসমায়ুক্তাং গন্ধপুষ্পং তথা পরম্।

শোভনং শঙ্খপাশ্রয়ং গৃহাণ দেবি সারদে ॥” ইদমর্ঘ্যং (যজু—এবোহর্ঘ্যং) ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” আচমনীয়—“ও মলাকিন্যাঙ্ক যদ্বারি সর্কপাপহরং শুভম্। গৃহপাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্ ॥ ইদমাচমনীয়ং ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” মধুপর্ক—ও মধুপর্কং মহাদেবি ত্রকাটো পরিকল্পিতম্ ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ বাগ্‌বাণিনী ॥ এব মধুপর্ক ও শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” পুনরাচমনীয়—ও উচ্ছিন্নোহপ্যাত্চির্বাপি যস্য স্মরণমাত্মতঃ। শুদ্ধিমাশ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্ ॥ ইদং পুনরাচমনীয়ং ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” স্নানীয়—ও জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং মনোহরম্। স্নানার্থন্তে প্রবচ্ছামি বাণীশ্বরী প্রণুহতাম্। ইদং স্নানীয় জলং ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” বস্ত্র—ও সুশুক্লং পরমং দেবি সুন্দরং সুমনোহরম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা বস্ত্রং তে প্রতিগৃহ্যতাম্। ইদং বস্ত্রং ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥ রজতভরণ—ও নিব্ব্যরত্নসমায়ুক্তা বহিষ্ঠানুসমপ্রভা। গাত্রানি শোভয়িত্যস্তি অলঙ্কারান্ত সারদে ॥ ইদং রজতভরণং ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” গন্ধ—ও শরীরন্তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব নৈব চ। রক্ষ মাং সর্বতো দেবি গন্ধানেতন্ গৃহাণ চ ॥ এব গন্ধং ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” পুষ্প—ও পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধি দেবনির্ধিতম্। ফলমমৃতমদ্রেয়ং গৃহ্যতাং বিষ্ণুবল্লভে ॥ ইদং পুষ্পং ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥ ধূপ—ও বনস্পতিরসো শিবে গন্ধাত সুমনোহর। ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এব ধূপং ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” দীপ—ও অগ্নিজ্যোতি

রবিজ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিঃস্বৈব চ। জ্যোতিষামৃগমো দেবি দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এব দীপং ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥ নৈবেদ্য—ও নৈবেদ্যং ঘৃতসংযুক্তং নানারসসম্বিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ সুরপূজিতে। ইদং সোপকরণ্যামান্ননৈবেদ্যং ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” ফলমূলান্নৈবেদ্য—ও ফলমূলানি সর্কারিণি গ্রাম্যারণ্যানি যানি চ। নানাবিধ সুগন্ধীনি গুরু দেবি যথাসুখম্। ইদং ফলমূল নৈবেদ্যং ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥ রচনা—ও নানাফলসমায়ুক্তাং নানাবন্ধ সম্বিতাম্। রচনাতে প্রবচ্ছামি গৃহাণ পরমেশ্বরী ॥ এব রচনা ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” তাম্বুল—ও ফলপত্র সমায়ুক্তাং কপূরেণ সুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বুলং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ এতৎতাম্বুলং ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” সিন্দুর—ও সিন্দুরং সুন্দরং দেবি ভক্তুরায়ুবিবর্ধনম্। সর্করত্নাধিকং দিব্যং সিন্দুরং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ইদং সিন্দুরং ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥ পুষ্পমালা—ও সুশ্রেণ গ্রন্থিতং মালাং নানাপুষ্প সম্বিতম্ ॥ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণাঙ্ক গৃহাণ বিষ্ণুবল্লভে। ইদং পুষ্পমালাং ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” অন্ন—ও অন্নং চতুর্বিধং দেবি রসৈঃ স্ভূতিঃ সম্বিতম্। উত্তমং প্রাণং ঠৈব গৃহাণ মম ভাবতঃ ॥ ইদমন্নং ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” অন্ন নিবেদন করতঃ স্বেনুমুদ্রায় (পৃঃ ৯) অন্নকে অমৃতীকরণ করিয়া পঞ্চগ্রাস মুদ্রা প্রদর্শন করতঃ আচমনীয়ার্থে জল দিয়া মূলমন্ত্র (ঐং) জপ করিবে। পরে পুনরাচমন্যার্থে জল নিবে। অন্তঃপর “ও পুস্তকায় নমঃ” মন্ত্রে পুস্তকের, ও মস্যাধারায় নমঃ মন্ত্রে মস্যাধারের

(দোয়াত), “লেখন্যৈ নমঃ” মন্ত্রে লেখনীর (কলম) ও “ও বান্যযজ্ঞায় নমঃ” মন্ত্রে বান্যযজ্ঞাদির জ্যোত্বকের পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। অনন্তর যথাযক্তি উপচারে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিবে, ধ্যান—“ও পাশাঙ্কমালিক্যস্তোত্রসুগ্ধির্বায়া সৌম্যায়োঃ। পদ্মাসনছাং ধ্যায়োচ্ছ স্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতারম্। গৌরকর্মাং স্বরূপাঙ্ক সর্কালঙ্কারভূমিতাম্। রৌরূপম্বব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥” মন্ত্র—ও শ্রীং লক্ষ্মীদেবো নমঃ ॥ অতঃপর “ও হংসায় নমঃ” মন্ত্রে দেবীবাহন হংসের যথাযক্তি পূজা করতঃ ইন্দ্রাদিদশাদিকৃপাল, আসিত্যাদিনবগ্রহ, মৎস্যাদি দশাবতার, গঙ্গা, যমুনা ও বাস্তপুরুষের পূজা করতঃ কৃতাজলি হইয়া প্রার্থনা করিবে, মন্ত্র, যথা—“যথা ন দেবে ভগবান ব্রহ্ম লোকপিতামহ। ত্বাং পরিত্যজ্য সংতিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা। দেবাং পুরাণশাস্ত্রানি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ। ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সিদ্ধ সিদ্ধয় ॥ ও লক্ষ্মীর্মেধাধরাপূর্ণিগৌরীতুষ্টিপ্রভাধৃতি। এতাভিঃ পাহি তনুতিরষ্টাভির্মাং সরস্বতী ॥” পরে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করতঃ প্রণাম করিবে।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—ও জয় জয় দেবি চরাচরসারে, কৃচয়ুগশোভিতমুক্তাহারে ॥ বীণাপুস্তকরঞ্জিত হস্তে, ভগবতী ভারতীদেবি নমোহঙ্কতে ॥ এব সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥ ও সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। বিন্দ্যরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহঙ্কতে। এব সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি ॥ “ও সা মে ভবতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তকধারিণী। মুরারীবল্লভা দেবী সর্ক শুক্লা সরস্বতী ॥ এব সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি ॥” প্রণাম মন্ত্র—ও সরস্বতৌ নমো নিত্যং ভক্তকাটো নমো নমঃ ॥



বেদবেদান্ত বেদান্ত বিংশস্থানেভ্য এব চ ॥” অনন্তর ভোগ নিবেদন করতঃ আরত্ৰিকাদি করিয়া স্ববেদান্ত হোম করতঃ স্তবকবচাদি পাঠ করিবে।

ব্রাহ্মসংহতী পূজা পদ্ধতি

সামবেদি হোম—(কুশতিকা) চতুর্ভুজ পরিমিত চতুষ্কোণ কেশতুহাসারবিক্ষিত গোময়াদিলিপ্ত হুলে বালুকা ব্যাপ্ত করিয়া কুশাসনে পূর্বমুখে উপবেশন করিবে। হোমকার্য্যে মাথায় উল্লীষ (পাগড়ি) বন্ধন ও তিলকাদি দ্বারা ললাটে শোভিত করিবে। অনন্তর দক্ষিণজানু পাতিত করিয়া উত্তরদিকে অভ্যক্ষনার্থ কুশকুমসহিত জলপাত্র স্থাপন করিবে। কোশার পশ্চিমে উত্তরাঙ্গ করিয়া কয়েকগাছি কুশ পাতিয়া বহিঃস্থাপন পর্যন্ত এই কুশের প্রাদেশপরিমিত একটি কুশ বামহস্তে লইয়া এই হস্ত চিতভাবে রাখিবে। পরে দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা গৃহীত কুশমূলে রেখাকরণ করিবে। রেখাকরণে অগ্রে পাতিত বালুকার উপরি ছাদশাস্তুলি প্রমাণ কুশ নৈর্ঘতকোণ হইতে পূর্বমুখ করিয়া পাতিত করিবে। পরে একবিংশতি অঙ্গুলিপ্রমাণ অপর একটি কুশ উত্তরাস্য করিয়া স্থাপন করিবে। পরে সপ্তাঙ্গুলি প্রমাণ আর একটি কুশ দ্বিতীয় রেখার চারি অঙ্গুলি উর্ধ্বে, প্রথম কুশের সংলগ্ন করতঃ উত্তরাস্য করিয়া রাখিবে ও উহার উত্তরসীমা হইতে পূর্বমুখ করিয়া একটি প্রাদেশপরিমিত কুশ রাখিবে। পরে পূর্বক্রমে সাত অঙ্গুলি আর একটি কুশ প্রথম সপ্তাঙ্গুল কুশের উত্তরদিকে উত্তরাস্য করিয়া রাখিবে ও এই কুশের উত্তর হইতে পূর্বাস্য করিয়া প্রাদেশপরিমিত আর একটি কুশ

রাখিবে। তৎপরে আর একটি সাত অঙ্গুলি কুশ দ্বিতীয় সপ্তাঙ্গুল কুশের উত্তরদিকে উত্তরাস্য করিয়া ও এই কুশের উত্তর হইতে পূর্বমুখ করিয়া আর একটি প্রাদেশপরিমিত কুশ রাখিয়া দিবে। এই প্রকারে সজ্জিত করিলে রেখাকরণের কালে সেই সেই কুশের মাত্র মন্ত্রপাঠ সহকারে রেখা টানিলেই কার্য্য সহজ হইবে। কেহ কেহ স্থূলিল নির্মাণপূর্বক কুশ দ্বারা এককালেই রেখা টানিয়া থাকেন। পরে মন্ত্রপাঠ করিয়া স্পষ্টীকৃত করেন। রেখাকরণ মন্ত্র, যথা—ছাদশাস্তুলি পূর্বমুখী রেখা—“ও রেখেয়ং পৃথ্বীদেবতাকা পীতবর্ণা” ॥ ১ ॥ তন্মূল হইতে একবিংশতি অঙ্গুলিপরিমিত উপরমুখী রেখা—“ও রেখেয়ং অগ্নিদেবতাকা লোহিতবর্ণা” ॥ ২ ॥ প্রথম রেখা হইতে সপ্তাঙ্গুলি অন্তরিত প্রাদেশপরিমিত পূর্বাভিমুখী রেখা—“ও রেখেয়ং প্রজাপতিদেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা” ॥ ৩ ॥ পুনর্বার অন্য সপ্তাঙ্গুলি অন্তরিত প্রাদেশপরিমিত পূর্বাভিমুখী রেখা—“ও রেখেয়মিন্দ্রদেবতাকা নীলবর্ণা” ॥ ৪ ॥ উহা হইতে সপ্তাঙ্গুলি অন্তরিত প্রাদেশপরিমিত পূর্বাভিমুখী রেখা—“ও রেখেয়ং সোমদেবতাকা শুক্রবর্ণা” ॥ ৫ ॥ তৎপরে এই পাঁচটি রেখার মূলদেশ হইতে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগে ক্রিকিৎ উৎকর (বালুকা) গ্রহণপূর্বক “প্রজাপতিঋষিরির্গেবতা উৎকর নিরসনে বিনিয়োগঃ। ও নিরন্ত পরাবসুঃ” মন্ত্রে অরত্ৰিপরিমিত (কনুই হইতে কনিষ্ঠার অগ্রভাগ পর্যন্ত) দূরস্থানে ইশানকোণে ফেলিয়া পূর্বস্থাপিত কোশার জলে রেখা অভ্যক্ষণ করিবে। পরে নিকট স্থাপিত অগ্নি হইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষির্গেবতাপৃষ্ণোহগ্নির্গেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ও ক্রব্যাদমগ্নিং শ্ৰিহিণ্যামি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ ॥” মন্ত্রপাঠ করিয়া গৃহীত অগ্নি হইতে কিয়দংশ নৈর্ঘতকোণে

ব্রাহ্মসংহতী পূজা পদ্ধতি

পরিচয় করিয়া অবশিষ্ট অগ্নি মন্ত্রপাঠ সহকারে স্থূলিলের উপর দক্ষিণাভে তৃতীয় রেখার উপর আঘাতিমুখ করিয়া রাখিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিবৃহতীচ্ছন্দো প্রজাপতির্গেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ও তুর্কুবঃস্বরোমঃ ॥” তৎপরে পূর্বস্থাপিত বামকর তুলিয়া করযোড়ে মন্ত্রপাঠ করিবে, যথা—“ও ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যঃ হব্যং বহতু প্রজানন্ ॥ ও সর্বতঃ পানিপাদান্তঃ সর্বতোহক্ষি শিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নি শ্ৰীতিঃ সর্বকর্কসু ॥” পরে “ও অগ্নে ত্বং বলদনামাসি” মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া “ও পিতৃজ্ঞান্যক্রকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গকঠরোহরণঃ। ছাপস্থঃ সাক্ষসূত্রোহগ্নি সপ্তার্জি শক্তিধারকঃ ॥” ছাদ পাঠ করিয়া “ও বলদায়ে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিকথ্যঃ, অত্রাধিষ্ঠানং কুশ, মম পূজাং পূহাণ” মন্ত্রে আবাহন করিয়া “এষ গন্ধঃ ও বলদায়য়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ও বলদায়য়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ও বলদায়য়ে নমঃ, এষ দীপঃ ও বলদায়য়ে নমঃ, হবির্নৈবেদ্যম্ ও বলদায়য়ে বাহ্য” মন্ত্রে পূজা করিবে। অতঃপর প্রাদেশপরিমিত ঘৃতাক্ত সমিধ আঘতি দিয়া ব্রহ্মস্থাপন করিবে। যথা—পূর্বস্থাপিত জলপাত্র হইতে জলধারা দিয়া বহির উত্তর হইতে দক্ষিণে অর্ধাং অগ্নিকোণে স্থূলিল হইতে অরত্ৰিপরিমিত দূরে জলধারা দিয়া কয়েকগাছি সাগ্রকুশ আঘত করিয়া ব্রহ্মার আসন করিবে। যজমান কর্তৃক বৃত ব্রাহ্মণ যদি ব্রহ্মা হয়েন, তবে আসনের পূর্বপাশে পশ্চিমাঙ্গে দাঁড়াইয়া বামকরের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা আঘত আসন হইতে একটি কুশ লইয়া মন্ত্রপাঠ করিবে। যদি উপরোক্ত বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মারূপে না হয়েন, তবে তৎপরিবর্তে নারায়ণশিলাকেই ব্রহ্মারূপে কল্পনা করিয়া লইবেন এবং হোতা মন্ত্রপাঠ করিবেন। যথা—“প্রজাপতিঋষিরির্গেবতা

ব্রাহ্মসংহতী পূজা পদ্ধতি

তুর্গনিরসনে বিনিয়োগঃ। ও নিরন্ত পরাবসু ॥” মন্ত্র পাঠ করিয়া কুশটি দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ফেলিয়া দক্ষিণহস্তে জলস্পর্শ করতঃ বামপদের উপর দক্ষিণপদ রাখিয়া উত্তরমুখে পূর্ববর্তিত আসন জলধারা অভ্যক্ষণ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিবে—“প্রজাপতিঋষিরির্গেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ও আবসোঃ সদনে সীদ। ও সীদামি ॥” (প্রতিবচন)। তৎপরে উক্তাস্যে ব্রহ্মস্থাপনপূর্বক হোতা কতিপয় কুশ বিনা মন্ত্রে ব্রহ্মাকে দিয়া জলধারা অভ্যক্ষণ করিবে এবং “এতৎ কুশপত্রম্ ও ব্রহ্মণে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ও ব্রহ্মণে নমঃ ॥” মন্ত্রে কুশ ও কুমুদদ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর হোতা পূর্বাস্যে উপবেশন করিয়া অঘঞ্জীর ভাষাদি কথনের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তরূপ মন্ত্র পাঠ করিবে। ব্রহ্মা যদি বৃত ব্রাহ্মণ হয়েন, তিনিও মন্ত্র পাঠ করিবেন, “প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিকূর্সেবতা অঘঞ্জীরবাগ্বচননিমিত্তরূপে বিনিয়োগঃ। ও ইদং বিকূর্সক্রমে শ্ৰেয়া নিদধে পদম্। সমুঢ়মস্য পাংওলে ॥ অনন্তর পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া অধোমুখ দক্ষিণহস্তের উপরি বামহস্ত বিপরীতভাবে আঘাতিমুখ করিয়া মাটিতে রাখিয়া ভূমিজপ মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—“পরমেষ্ঠিঋষিরনুষ্টুপৃষ্ণঃ অগ্নির্গেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ। ও ইদং ভূমেষ্ঠজামাহমিদং ভবং সুমঙ্গলম্। পরাসপত্নান্ বাধ স্থানোহ্যং বিন্দতে ধনম্ ॥” অনন্তর দক্ষিণহস্তে কতিপয় কুশ লইয়া অগ্নির উত্তরদিক হইতে দক্ষিণ-পর্বাং দক্ষিণাভে মন্ত্র পাঠ সহকারে তুণাদিমার্জন ও শোধন করিবে, যথা—“কৌৎসঋষির্গপতীচ্ছন্দঃ অগ্নির্গেবতা পৃষ্ঠস্য ষড়্হস্য ষষ্ঠেহনি অগ্নিমারুতে শশ্বে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ। ও ইমং স্তোমমর্হতে

ব্রাহ্মসংহতী পূজা পদ্ধতি

জাতকেন্দ্রে রথমিব সঙ্কহেমা মণীষয়া। ভদ্রা হি নঃ প্রমতিরস্য সংসদ্যে সখে মারিষামা বয়স্তব ॥ ও ভবামেঘ্য কুশবামা হৃষীংধিতে চিত্তয়স্তা পর্কণা বয়ম্। জীবাতবে প্রতরাং সাধয়া নিয়োহয়ে সখে মারিষামা বয়স্তব ॥ ও শকেম ত্বা সমিথং সাধয়া ধিয়ন্ত্বেদেবা হবির্ দস্ত্যাহতম্। দ্বামানিত্যামাবহতাং হাশ্বসদ্যে সখে মারিষামা বয়স্তব ॥” অনন্তর সম্মাঙ্কনী কুশসমূহ ইশানকোণে ফেলিয়া দ্বিমূল সমানাগ্র কুশ গ্রহণ করিয়া অগ্নির পূর্বাভার দিকে তিনটি পূর্বাগ্রে কুশ স্থাপন ও তাহার নিম্নে আবার ঐরূপ কুশ পূর্বমুখ করতঃ রাখিয়া উত্তরিত্ব কুশের মূলদেশ আবরণ করিবে এবং পুনরায় আর একটি কুশ দ্বারা এরূপে উপরিত্ব কুশের মূলদেশ আবরিত করিয়া দিবে। অনন্তর অগ্নিকোণের উর্দ্ধস্থান হইতে নৈর্ঋতকোণের নিম্নভাগ যাবৎ পূর্বে যেরূপ দেওয়া হইয়াছিল সেইরূপে পূর্বমুখী করিয়া পঞ্চদশসংখ্যক কুশ প্রদান করিবে। পরে নৈর্ঋতকোণের ইষং উত্তরে উর্ধ্ব হইতে নিম্নক্রমে তিনগাছা কুশ রাখিবে। অনন্তর অগ্নির উত্তরদিকে ইশানকোণস্থ কুশের মূল আবরণপূর্বক অধঃক্রমে বাহুকোণ যাবৎ দ্বাদশটি কুশ সাজাইয়া দিবে। পরে পূর্বাদি দিকক্রমে দশদিকে আতপততুল প্রক্ষেপ করিবে। যথা—“ও ইন্দ্রায় স্বাহা, ও অগ্নয়ে স্বাহা, ও যমায় স্বাহা, ও নৈর্ঋতায় স্বাহা, ও বরুণায় স্বাহা, ও বায়বে স্বাহা, ও কুবেরায় স্বাহা, ও ইশানায় স্বাহা, ও অনন্তায় স্বাহা, ও ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ অতঃপর খদির, পলাশ ও যজ্ঞভূমুর ইহাদের কোন একটির কাষ্ঠের প্রাশেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ গ্রহণ করিয়া প্রজাপতিদেবতাকে মনে মনে চিন্তা করিয়া হোতা কিকিৎ উক্তি হইয়া

অমন্ত্রক অগ্নিতে আস্থতি দিবে। অতঃপর আস্থত কুশ হইতে দুইগাছি সাগ্র কুশ লইয়া তাহা অপর একটি কুশদ্বারা পবিত্র বন্ধন করিয়া প্রাশেশপরিমিত রাখিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে নখ ব্যতীত ছেদন করিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রদেবতে পবিত্রাছেদনে বিনিয়োগঃ। ও পবিত্রে হো বৈকরৌ” অনন্তর ঐ পবিত্র বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা ধারণ করিয়া মন্ত্র সহকারে জলদ্বারা অভ্যক্ষণ করতঃ ঘূর্তের পায়ে উত্তরাগ্র করিয়া রাখিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ পবিত্রদেবতে পবিত্রমাঙ্কনে বিনিয়োগঃ। ও বিকোর্মনসা পূতে স্বঃ।” অতঃপর সেই ঘৃতপাত্রের হোমার্থ ঘৃত স্থাপন করতঃ পাত্রের উপর, দক্ষিণকর অধোমুখ করিয়া বামকর দক্ষিণকরের উপরে দিয়া অধোমুখভাবে পবিত্রের অগ্রদেশ দক্ষিণকরের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধরিবে এবং পশ্চাত্তাপ বামকরের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা ধারণ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষিণায়ত্রীচ্ছন্দ আজ্যংদেবতা আজ্যোংধবনে বিনিয়োগঃ। ও দেবত্বা সবিতোংপুনাত্বাছিন্নে। বসোঃ সূর্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা ॥” পরে পবিত্রের মধ্যভাগ ঘৃত দ্বারা আলোড়নপূর্বক ঐরূপভাবে পবিত্রদ্বারা ঘৃত বহিঃতে অমন্ত্রক আস্থতি দিবে। তৎপরে পবিত্র গাছটি বামহস্তে গ্রহণ করিয়া জলের ছিটা দিবে এবং অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর ঘৃতপাত্রের তলদেশে জলদ্বারা মাঙ্কনী করিয়া আজ্ঞা সংহার করিবে। সূক, সুব প্রভৃতিও ঐভাবে সংহার করিবে। অতঃপর পাতিত দক্ষিণজানু হইয়া বামজানু উন্নত করতঃ বহির চতুর্দিকক্রমে উদকাঞ্জলিসেক করিবে। অগ্রে অগ্নির দক্ষিণভাগে

নৈর্ঋতকোণ হইতে অগ্নিকোণ যাবৎ গৃহীত জলাঞ্জলি লইয়া মন্ত্র পাঠ করবে এবং জলদ্বারা দিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষিণায়দাতদেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ও অদিতে অনুমদ্বয় ॥” পুনর্বার ঐরূপ জলাঞ্জলি লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্নির পশ্চিম-নৈর্ঋতকোণ হইতে বায়ুকোণ যাবৎ জলদ্বারা দিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষিরনুমতির্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ও অনুমতে অনুমদ্বয় ॥” পুনর্বার জলাঞ্জলি লইয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নির বায়ুকোণ হইতে ইশানকোণ যাবৎ জলদ্বারা দিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতীর্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ও সরস্বতানুমন্যাহ ॥” পুনর্বার জলাঞ্জলি লইয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া দক্ষিণভাগে জলদ্বারা অগ্নিকে বেষ্টন করিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষিঃস্বিত্বপৃচ্ছন্দঃ সবিতাদেবতা অগ্নিপৃচ্ছন্দে বিনিয়োগঃ। ও দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায় দিবে গন্ধকঃ কেতপুঃ কেতরঃ পুনাতু বাচপতির্বাচম ফলতু ॥” অতঃপর দক্ষিণজানু উত্তোলন করিয়া করবোড়ে পাঠা—“ও তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যাক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্মশ্চ সত্বশ্চ বাক্ চ মনশ্চ আত্মা চ ব্রহ্মা চ তানি প্রপদ্যে তানি মামবস্ত ॥” অনন্তর দক্ষিণজানু উত্তোলন করিয়া উপরে দক্ষিণহস্ত এবং নিম্নে বামহস্ত রাখিয়া, ফল, পুষ্প ও কুশ মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বিরূপাক্ষরূপে করিবে। যথা—“পরমেষ্ঠিঋষিরূপোহগ্নিদেবতা বিরূপাক্ষরূপে বিনিয়োগঃ। ও ভূর্ভুবঃধরৌ মহাত্মমায়ান্যং প্রপদ্যে বিরূপাক্ষোহসি দস্ত্যঞ্জিতস্য তে শয্যাপর্ণে, গৃহান্তরীক্ষে বিমিতং হিরণ্ময়ং তদেবান্যং হৃদয়ান্যময়ে কুশ্বেহস্তঃ সন্নিহিতানি। তানি

বলভূচ বলসাত্ত রক্ষণোক্তপ্রমণী অনিমিষিৎ। সত্যং যত্তে দ্বাদশ পূত্রান্তে ত্বা সংবৎসরে সংবৎসরেণ কামপ্রেশ যাজরিত্বা, পুনব্রহ্মচর্যামুপয়াতি। তৎ দেবেবু ব্রাহ্মণোহয়ং মনুষ্যেবু ॥ ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণমুপধাতুপধাবামিঃ জপস্তং মা মা প্রতিজাপীর্ভূহুস্তং মা প্রতিহৌষিঃ কুবর্তং মা মা প্রতিবর্ষীত্বাং প্রপদ্যে ॥ ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম করিষ্যামি। তন্মে রাখ্যতাং, তন্মে সমৃদ্ধতাং, তন্মে উপদ্যতাং। সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মানুজানাতু, তুথো মা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রোহনুজানাতু, শাত্ৰো মা প্রচেতা মৈত্রাবরণোহনুজানাতু। তন্মে বিরূপাক্ষায় দস্ত্যঞ্জয়ে, সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে, তুথায় বিশ্ববেদসে, শাত্ৰায় প্রচেতসে, সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় নমঃ ॥” অনন্তর গৃহীত কুশ ইশানকোণে ফেলিয়া ফল ও পুষ্প ব্রহ্মাকে নিবেদন করিবে। পরে প্রকৃতকর্ম করিবে।  
**প্রকৃতকর্ম**—প্রথমে সঙ্কল্প করিবে। যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসং অদ্য মাঘেমাসি মকররাশিষে ভাকুরে শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চমাস্তিধৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীশ্রীতিকামঃ (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকসঙ্কলিত) শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীস্মেশনীমহাধার পূজাকর্মাঙ্গীভূতহোমকর্মণি ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিষ্বেন ইয়ৎসংখ্যক (সংখ্যা উল্লেখ্য) সাক্ষ্যবিধিপত্রোহমমহং করিষ্যে ॥” (পরার্থে—করিষ্যামি) ॥ অনন্তর অগ্নির পশ্চিমে তিলমিশ্রিত ঘৃতপাত্র উত্তরাগ্র কুশোপরি স্থাপন করতঃ একটি প্রাশেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আস্থতি দিয়া মহাব্যাহতিহোম করিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষিণায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নিদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ও ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতিঋষিরূক্ষিচ্ছন্দঃ বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ। ও ভূবঃ

স্বাহা ॥ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টিপুঙ্কনঃ সূর্যদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ৩ স্বঃ স্বাহা ॥” হোমের পর হৃতশেষ (হাত-ঝাড়া) প্যত্রান্তরে রাখিবে। পরে সঙ্কলিত বিশ্বপত্রের অর্চনা করিবে, যথা—“বৎ এতভ্যো সাজ্জবিশ্বপত্রোভ্যো নমঃ ॥ এতদ্বিপতয়েনেশ্বয় ৩ ব্রহ্মাবিশ্বশিবায় নমঃ ॥ সম্প্রদানায় ৩ শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥ অতঃপর “৩ লং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো স্বাহা” মন্ত্রে এক একটি বিশ্বপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া হোম করিবে। পরে পুনরায় মহাব্যাহতিহোম করতঃ একটি ঘৃতাক্ত প্রাদেশপ্রমাণ সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আর্ষতি দিয়া উদীচ্যকর্ষ করিবে।

**উদীচ্যকর্ষ**—প্রথমে প্রায়শ্চিত্তহোমের সঙ্কলন করিবে, যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসন্দ্য মাঘেমাসি মকররাশিহে ভাক্তরে শুক্রেপক্ষে শ্রীপক্ষম্যান্তিবেী অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবকর্ণা কৃতেহস্মিন্ হোমকর্ষসি যৎকিঞ্চিৎবৈশ্বপত্রংজাতং তদ্ব্যবশ্রমনায় ব্যক্তসমস্ত মহাব্যাহতিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিয়ে ॥” অতঃপর “বিষ্ণু” নামক অগ্নির আবাহনাদি করিবে, যথা—“৩ অয়ে ত্বং বিধুনামসি।” মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া ধ্যান করিবে, যথা—“৩ পিস্তৃশ্বশ্বেকেশাঙ্কঃ পীশাসজঠরোহরুণঃ ॥ ছাগ্নঃ সাক্ষসূরোহগ্নি সপ্তর্ষিঃ শক্তিদারকঃ ॥” অতঃপর “৩ বিধুনামায়ে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসমিধেহি, ইহসমিধাষ, অত্রাধিষ্ঠানং কুক, মমপূজাং গৃহাণ” মন্ত্রে আবাহন করিয়া “এষ গচ্ছঃ ৩ বিধুনামায়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ৩ বিধুনামায়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ৩ বিধুনামায়ে নমঃ, এষ দীপঃ ৩ বিধুনামায়ে নমঃ, এতৎ হবিন্বেদ্যম্ ৩ বিধুনামায়ে স্বাহা” মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া একটি প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত

৩৮

সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর মহাব্যাহতিহোম (পৃঃ ৩৭) করিয়া ব্যক্তসমস্তমহাব্যাহতিহোম করিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দঃ অগ্নিদেবতা ব্যক্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ৩ ভুঃ স্বাহা ॥ প্রজাপতিঋষিরকিক্কছন্দো বায়ুদেবতা ব্যক্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ৩ ভুবঃ স্বাহা ॥ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টিপুঙ্কনঃ সূর্য্যদেবতা ব্যক্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ৩ স্বঃ স্বাহা ॥ প্রজাপতিঋষিবৃহতীচ্ছন্দঃ প্রজাপতিদেবতা ব্যক্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ৩ ভূর্ভুবঃ স্বাহা ॥” পরে পুনরায় মহাব্যাহতিহোম করিয়া একটি ঘৃতাক্ত প্রাদেশ পরিমিত কুশ অগ্নিতে আর্ষতি দিয়া নবগ্রহহোম করিবে।

**নবগ্রহহোম**—**রবিগ্রহ**—“৩ আকুঞ্চে ন রজসা বর্গমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্যক ॥ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যতি ভুবনানি পশ্যন স্বাহা, ইদং রবিগ্রহায় স্বাহা” ॥ ১ ॥ **সোমগ্রহ**—“৩ আ পায়থ সমেতু তে, বিশ্বতাঃ সোমবৃক্ষম্ ॥ ভবা বাজসা সসথে স্বাহা, ইদং সোমগ্রহায় স্বাহা ॥ ২ ॥ **মঙ্গলগ্রহ**—“৩ অয়িমূর্ধা দিবাঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্ ॥ অপাং রেতাংসি জিহতি স্বাহা, ইদং মঙ্গলগ্রহায় স্বাহা ॥ ৩ ॥ **বুধগ্রহ**—“৩ অয়ে বিবহদ্বৃষশ্চিত্রং রাশো অমর্গে ॥ আদাত্তবে জাতকোশো বহাঃসম্যাক্তা দেবা উষকৃৎস্বঃ স্বাহা, ইদং বুধগ্রহায় ॥ ৪ ॥ **বৃহস্পতিগ্রহ**—“৩ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন, রক্ষোহমিত্রা অপবাহমানঃ ॥ প্রভঞ্জনং সেনাঃ প্রমুণো যুধা অয়ম্মাকমেথাবিতা রথানাং স্বাহা, ইদং বৃহস্পতিগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৫ ॥ **শুক্লগ্রহ**—“৩ শুক্রস্তেহন্যদ্যজতস্তেহন্যদ্য বিষ্ণুরূপে অহনী যৌরিবাসি ॥ নিধা হি মায়া অবসি স্বধাবন, ভজা যে পৃথিব্হিরাতিরস্ত স্বাহা, ইদং শুক্রগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৬ ॥ **শনিগ্রহ**—“৩ শম্ভো

দেবীরভিষ্টয়ে শম্ভো ভবন্ত পীতয়ে ॥ শং যোরভিববন্ত নঃ স্বাহা, ইদং শনিগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৭ ॥ **রাহুগ্রহ**—“৩ করানশ্চিত্র আভুবদুতী সবা বৃঃ সখা ॥ কয়া শচিষ্টয়া বৃতা স্বাহা, ইদং রাহুগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৮ ॥ **কেতুগ্রহ**—“৩ কেতুং কুশল কেতবে পেশোমর্ঘ্যা অপেশো ॥ সমুবত্তিরজায়থা স্বাহা, ইদং কেতুগ্রহায় স্বাহা” ॥ ৯ ॥ পরে দিকপালহোম করিবে।

**দিকপালহোম** ॥ **ইন্দ্র**—৩ জাতারমিত্রমবিতারমিত্রং হব হব সুহবঃ শূরমিত্রম্ ॥ হব নু শক্রং পুরুষুতমিত্রমিদং হবিস্বর্ধবা বেহিপ্রঃ স্বাহা ॥ ১ ॥ **অগ্নি**—৩ অগ্নিদুতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্ ॥ অস্য যজস্য সূত্রম্ভুং স্বাহা ॥ ২ ॥ **যম**—৩ নাকো সুপর্নধুপং পত্যস্তব, হ্রদা কেনোহোতাচক্ষত স্বা ॥ হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দুতং যমস্য যোনী শকুসং ভূরণাং স্বাহা ॥ ৩ ॥ **নৈর্ধত**—৩ বেথাহি নির্ধতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃক্ষম্ ॥ অহরহঃ শুক্রাঃ পরিদদামি স্বাহা ॥ ৪ ॥ **বরুণ**—৩ আনো মিত্রা বরুণা যুতৈর্গব্যুতি মুক্ষতম্ ॥ মধ্যা রজাংসি সূক্রত স্বাহা ॥ ৫ ॥ **বায়ু**—৩ বাত আ বাতু ভেবজং শব্দ ময়োচ্চ নো হ্রদে ॥ প্রশ আয়ুংবি তারিষং স্বাহা ॥ ৬ ॥ **কুবের**—৩ ক্রেতথ জ্ঞেপসি পুরুত্রাচিহ্নিতে নমঃ ॥ অলবিষ্ণুশ্ব খজকং পুরন্দর, প্রণায়ত্রা অগসিধু স্বাহা ॥ ৭ ॥ **ঈশান**—৩ অতি স্বা শূর নোনমো অদুজা ইব ধেনবঃ ॥ ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্ধশমীশানমিত্রং তদুযঃ স্বাহা ॥ ৮ ॥ **ব্রহ্মা**—৩ ব্রহ্মা জজানং প্রথমং পুরস্তাদ, বিসমিতঃ সূক্রতো বেন আঃ ॥ স বৃহা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চবিবঃ স্বাহা ॥ ৯ ॥ **অনন্ত**—৩ চবীশৃতাং মধবানমুক্ধ্যামিত্রঃ গিরো বৃহতীরভানুধত ॥ বাবধানং পুরুতুতং সুবৃতিভিরমর্গং জরমানং দিবে স্বাহা ॥ ১০ ॥ অতঃপর প্রত্যক্ষদেবতাগণের হোম করিবে।

**প্রত্যক্ষদেবতা হোম**—৩ গণেশায় স্বাহা, ৩ ব্রহ্মণে স্বাহা, ৩ চতুর্বেদোভ্যো স্বাহা, ৩ অষ্টাদশপুরাণোভ্যো স্বাহা, ৩ সর্কশাস্ত্রেভ্যো স্বাহা, ৩ লেখনীমসায়ারাদিভ্যো স্বাহা, ৩ গ্রাম্যদেবতাভ্যো স্বাহা, ৩ নারায়ণায় স্বাহা, ৩ শিবায় স্বাহা, ৩ গাং গঙ্গায়ৈ স্বাহা, ৩ যাং যমুনায়ৈ স্বাহা ॥

অতঃপর মহাব্যাহতিহোম করতঃ (পৃঃ ৩৭) একটি ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া দক্ষিণেজানু ভূপাতিত করতঃ জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নিপর্ধ্যাক্ষণ করিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিঃশ্রীশ্রীপুঙ্কনঃ সবিতাদেবতা অগ্নিপর্ধ্যাক্ষণে বিনিয়োগঃ ॥ ৩ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায় ॥ দিব্যো গন্ধকঃ কেতুপুঃ কেতভঃ পুনাতু বাচস্পতিকর্ষাঃ স্বদতু ॥” মন্ত্রপাঠ করিয়া হস্তস্থিত জলধারা অগ্নিবেষ্টন করিয়া, পুনরায় জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া স্থিতিলের দক্ষিণদিকে পশ্চিমদিক হইতে পূর্বদিক পর্য্যন্ত মন্ত্রপাঠ সহকারে জলধারা দিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিরদিতিদেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ ৩ অদিতে অধমংহা ॥” পুনর্বার জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নির পশ্চিমদিক হইতে দক্ষিণদিক দিয়া উত্তরদিক পর্য্যন্ত জলধারা দিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিরনুষ্টিদেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ ৩ অনুমতে অধমংহা ॥” পুনরায় মন্ত্রপাঠ সহকারে জলাঞ্জলি গ্রহণ করতঃ অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিমকোণ হইতে পূর্ব পর্য্যন্ত জলধারা দিবে, যথা—“প্রজাপতিঋষিঃ সরস্বতীদেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ ৩ সরস্বতামংহা ॥” অনন্তর উত্তান হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ কতিপয় কুশ গ্রহণ করতঃ প্রতিবারই মন্ত্রপাঠ সহকারে

৩৯

তিনবার কুশের অগ্র, মধ্য এবং মূলদেশ ঘূর্ণিত করিবে, যথা—“প্রজাপতিবিকীর্যার্যোর্বতা দর্ভতৃণাভ্যঙ্কনে বিনিয়োগঃ। ও অস্ত্রং  
রিহানা ব্যস্তং বয়ঃ।” অতঃপর ঐ কুশগুলি জলে অভ্যঙ্কন করিয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে আর্ঘ্যি নিয়া দর্ভতৃণিকা হোম করিবে, যথা—  
“প্রজাপতিবিকীর্যার্যোর্বতা দর্ভতৃণিকাভ্যঙ্কনে বিনিয়োগঃ। ও যঃ পশুনামখিপতীকৃত্ত্বচিরো কৃৎ। পশুনাম্ভবাং মা হিসৌরেনস্ত  
হস্তং ভবং বাহ্যঃ।” অনস্তর “মুড়” নামক অগ্নির আবাহন করিয়া পূর্ণিষ্টি নিবে, যথা—“ও অগ্নেহং মুড়নামসি মুড়নামগ্নে ইহাগচ্ছ  
ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিবেহি, ইহসন্নিভ্যাব, অত্রামিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং পূহণ” মন্ত্রে আবাহন করিয়া ধ্যান পাঠ করতঃ  
পঞ্চোপচারে পূজা করিবে, যথা—“এব গচ্ছঃ ও মুড়নামগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পূপং ও মুড়নামগ্নয়ে নমঃ, এব ধূপং ও মুড়নামগ্নয়ে  
নমঃ, এব দীপ ও মুড়নামগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হৃবিনৈবেদ্যম ও মুড়নামগ্নয়ে বাহ্যঃ।” অনস্তর ফলপূপবৃত্ত প্রচুর ঘৃত গ্রহণ করিয়া  
(পরার্থে—যজ্ঞমানসহিত) দণ্ডায়মান হইয়া শঙ্খঘণ্টাদি বায়ু সহকারে পূর্ণরূপে প্রঞ্জলিত অগ্নিতে মন্ত্রপাঠ সহকারে আর্ঘ্যি নিবে,  
যথা—“প্রজাপতিবিকীর্যার্যোর্বতা গায়ত্রীহ্রদো ইন্দ্রোর্বতা যশস্বামস্য যজ্ঞনীয়প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ও পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি, যোহইম  
জুহোতি বয়মমৈম দদতি, বয়ং বুশে যশসা ভামি লোকো বাহ্যঃ।” অনস্তর ব্রহ্মলক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, যথা—  
বামহস্তে ভোজ্য ধারণ করিয়া “বং এতমৈ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ” মন্ত্রে কুশবারিধারা শোথন করিয়া “এতে গচ্ছপূপে ও  
পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ” মন্ত্রে পূর্ণপাত্রিধারা অর্চনা করিয়া “এতৎখিপতয়েসেবায় ও বিশ্ববে নমঃ, সঙ্কসানায় ও ব্রহ্মাণে নমঃ”

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

মন্ত্রে স্পর্শ করিয়া উৎসর্গব্যক্ত পাঠ করিবে, যথা—“বিষ্ণুরৌ তৎসদস্য মাঘেমাসি মকররাশিছে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিবৌ  
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকসেবশর্মা কৃতৈতৎ হোমকর্মণ্য সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুসেবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে  
ব্রহ্মাণে অহং সম্প্রদদে” মন্ত্রে দক্ষিণাস্ত করিয়া “ও চতুর্ভদ্রনসমগ্রং চতুর্বেদকুটুম্বিনে। বিজানুষ্ঠেয়ং সংকর্ষ সাক্ষিণে ব্রহ্মাণে নমঃ। ও  
হময়ে সর্বভূতানামস্তচরসি পাবক। হব্য বদসি দেবানামত্যঃ শান্তিং প্রংচ্ছমে। ও পিতৃস্বাং লোহিতগ্রীব প্রতাপিৎসু হতাপন। সাক্ষী  
হং পূণ্যপাপানং ধনঞ্জয় নমোহস্ততে।” মন্ত্রে অগ্নিকে প্রশাম করিবে। অনস্তর কুশবারি দ্বারা “ও ব্রহ্মণ ক্ষমস্ব” মন্ত্রে ব্রহ্মার বিসর্জন  
করিবে। তৎপরে হৃণ্ডিলের ইশানকোণ হইতে কিঞ্চিৎ ভঙ্গ লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে বধ্যবৎ স্থানে তিলকধারণ করিবে, যথা, লগাটে—  
“ও কশ্যপস্য ত্রায়ুধম্।” কঠে—“ও জমদগ্নেত্রায়ুধম্” বাহুলে—“ও যদেবানাং ত্রায়ুধম্।” হৃদয়ে—“ও তমেহস্ত ত্রায়ুধম্।”  
পরে “ও অগ্নে হুং সমুদ্রং গচ্ছ” মন্ত্রে জলধারা অগ্নির বিসর্জন করতঃ “ও পৃথি হুং শীতলা ভব” মন্ত্রে অগ্নির ইশানকোণে দুগ্ধাদি  
দিবে। অনস্তর দক্ষিণাস্ত, অগ্নিহ্রাবধারণ ও বৈশুণ্যসমাধান করিবে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

দক্ষিণাব্যক্ত—“বিষ্ণুরৌ তৎসদস্য মাঘেমাসি মকররাশিছে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিবৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকসেবশর্মা  
কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীসরস্বতীসেবীলেখনীমস্যাধারপূজাকর্মভূতহোমকর্মণ্যঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং অনুকল্পং রৌপ্যবৎ  
হরীতকী ফলং বা যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।” অনস্তর অগ্নিহ্রাবধারণ করিবে, যথা—“ও কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীসরস্বতী-

সেবীলেখনীমস্যাধারকর্মসীভূতহোমকর্মসিদ্ধিমস্তঃ।” “ও অস্ত্র” (প্রতিবচন)। বৈশুণ্যসমাধান করিবে, যথা—বিষ্ণুরৌ তৎসদস্য মাঘেমাসি  
মকররাশিছে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিবৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকসেবশর্মা কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীসরস্বতীসেবীলেখনীমস্যাধারপূজাকর্ম  
ভূতহোমকর্মণ্য যৈরৈশুণ্য জাতং তদেহ্য প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোর্নাম্মরণমহং করিষ্যে।” অতঃপর “ও বিষ্ণু” মন্ত্র দশবার জপ করিয়া  
ভগবৎ প্রশাম করিবে, যথা—“ও নমো ব্রহ্মণ্যসেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।” পরে  
শান্ত্যাপীর্কাদি গ্রহণ করিবে।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

অথ যজ্ঞকেন্দ্রিহোম—প্রথমে বালুকা দ্বারা হস্তপ্রমাণ হৃণ্ডিল নির্মাণ করিয়া গোময়াদি দ্বারা শুদ্ধ করতঃ কুশবারি দ্বারা  
তিনবার মাঙ্কনা করিবে। অনস্তর হৃণ্ডিলের পূর্বাঙ্গে তিনটি প্রাদেশপ্রমাণ কুশ স্থাপন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা তিনবার উৎকর  
(বালুকা) গ্রহণ করিয়া ত্যাগ করিবে। অনস্তর কাংস্যপাত্রে অভাবে মুৎপাত্রে অগ্নি গ্রহণ করিয়া উক্ত অগ্নি হইতে কিয়ৎদল গ্রহণ করিয়া  
“ও ব্রহ্মাদনর্হিং প্রহিণোমি দুঃ যমরাক্ষ্যং গচ্ছতু রিগবাহঃ” মন্ত্রে দক্ষিণদিকে ত্যাগ করিবে। অতঃপর হৃণ্ডিলের উপর মন্ত্রপাঠ  
সহকারে আঘাত্তিমুখে অগ্নি স্থাপন করিবে, যথা—“ও ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন।” অনস্তর করযোড়ে  
পাঠ্য—“ও সর্বকর্তঃ পাপিপাত্যস্তঃ সর্বকর্তোহক্ষিণিরোমুখ্যঃ। বিশ্বরূপো মহানয়ি প্রণীত সর্বকর্মসু।” অনস্তর অগ্নির দক্ষিণে কতকগুলি  
পূর্বাঙ্গে কুশ স্থাপন করিয়া ব্রহ্মার আসন স্থাপন করতঃ ব্রহ্মা ধারণ করিবে। যথা—বিষ্ণুরৌ তৎসদস্য মাঘেমাসি মকররাশিছে ভাস্করে

শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিবৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকসেবশর্মা শ্রীশ্রীসরস্বতীসেবীলেখনীমস্যাধারপূজাকর্মভূতহোমকর্মণ্য ব্রহ্মকর্মকরণায়  
“অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকসেবশর্মাণং ব্রহ্মাভেন ভবন্তমহং বুশে।” ব্রহ্মা বলিবেন—“ও কৃতোহস্মি। কর্তা বলিবেন—“যথাবিহিত ব্রহ্মকর্ম  
কুরু।” ব্রহ্মা বলিবেন—“যথাঞ্জানং করবাণি।” যদি উপরোক্তরূপে বৃত্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হয়, তবে নারায়ণশিলাকেই ব্রহ্মরূপে  
কল্পনা করিয়া হোতা “ও অহে সৈবিয়বোলতন্তিষ্ঠানস্য সন্দেশে সীদ, যোহস্বং পাকতরঃ।” মন্ত্রে নারায়ণশিলাকে পূর্বস্থাপিত আসনে  
স্থাপিত করিবে। অনস্তর উক্ত আসন হইতে একপাছি কুশ গ্রহণ করিয়া বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা গ্রহণ করিয়া “ও নিরস্তা  
পাপ্মাসহ তেন বয়ং বিঘ্নঃ” মন্ত্রে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নিক্ষেপ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—“ও ইদমহং বৃহস্পতেঃ সন্দেশে  
সীদামি, প্রসূতো দেবেন সবিভ্রা, তদগ্নয়ে, প্রবীমি, তদায়বে, তৎপৃথিব্যে।” অনস্তর অগ্নির উত্তরভাগে প্রণীতাপাত্র স্থাপন করিয়া  
অগ্নি কুশদ্বারা অগ্নির ইশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে কুশ আঘাত্ত করিয়া অগ্নির উত্তরে দক্ষিণ দিক হইতে যথারূপে আবশ্যকীয়  
দ্রব্যসকল আসাদন করিবে, যথা—পবিত্রাচ্ছেদনার্থ কুশপত্রয়, পবিত্রদ্রব্য, শ্রোক্ষণীপাত্র, তিনপাছি সম্বাঙ্কন কুশ, তিনপাছি উপযমন  
কুশ, প্রাদেশপ্রমাণ তিনটি সমিধ, ক্রব, ঘৃত, আতপততুল ও পূর্ণপাত্র। এই সকল দ্রব্য আসাদন করিয়া পবিত্রাচ্ছেদনার্থ পূর্বস্থাপিত  
প্রাদেশপ্রমাণ তিনটি কুশ “ও পবিরেহো বৈষ্ণবৌ” মন্ত্রে নখ ব্যতীত ছেদন করিয়া “ও বিষ্ণোর্ননসা পূতে হুং” মন্ত্রে শ্রোক্ষণীপাত্র

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

জলে অভ্যক্ষিত করিয়া উক্ত পাত্র স্থাপন করতঃ শ্রীশ্রীতাপত্রের কিঞ্চিৎ জল দিয়া বামহাতের উপর শ্রোক্ষণীপাত্র স্থাপনপূর্বক কিঞ্চিৎ  
জনদ্বারা শ্রোক্ষণীপাত্র ও অন্যান্য পাত্র অভ্যক্ষণ করিয়া শ্রীশ্রীতাপত্রের নিকট শ্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিবে। অনন্তর সম্মুখে আজ্ঞাহালী  
স্থাপন করিয়া তাহাতে পূর্বসাদিত ঘৃত স্থাপিত করিবে। পরে স্থপিত হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্তে  
তিনবার ঘৃতপাত্র স্টেটন করিয়া স্থপিলে নিক্ষেপ করিবে। পরে ক্রম গ্রহণ করিয়া উহা অগ্নিতে অধোমুখে প্রতপ্ত করিয়া সম্মাৰ্জন  
কুশ দ্বারা ক্রমের মূল হইতে অগ্র এবং অগ্র হইতে মূল পর্য্যন্ত সম্মাৰ্জন করিয়া ঐ কুশ পরিত্যাগপূর্বক শ্রীশ্রীতাপাত্র জলদ্বারা  
অভ্যক্ষণ করিয়া ও পূর্ববৎ প্রতপ্ত করিয়া শ্রোক্ষণীপাত্রের উত্তরে স্থাপন করিবে। পরে শ্রোক্ষণীপাত্র পবিত্র গ্রহণ করিয়া ও পাত্রস্থ  
কিঞ্চিৎ ঘৃত উঠাইয়া মন্ত্র পাঠ করিবে—“ও সবিতৃভ্যা প্রসব উৎপুনাম্যচ্ছিত্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা ॥” অনন্তর  
পূর্বসংগৃহীত প্রাদেশপ্রমাণ কুশ গ্রহণ করতঃ শ্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন করিয়া শ্রোক্ষণীপাত্র হইতে পবিত্র জল লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে  
অগ্নি পর্য্যক্ষণ করিবে এবং সম্মুখীকরণ কবিবে, যথা—ও এবো হ দেবঃ যদিশোহনুসর্বাং পূর্বোহজাতঃ স উ গর্ভেহন্তঃ স এবং জাত  
ন জনিব্যমান প্রতাজ্ঞানান্তিষ্ঠতি সর্বোতোমুখঃ” পরে ঘৃতদ্বারা হোম করিবে। যথা—“ও প্রজাপত্যয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপত্যয়ে, ও ইন্দ্রায়  
স্বাহা, ইদমিন্দ্রায়, ও অয়্যে স্বাহা, ইদময়্যে, ও সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায়” প্রত্যেক আছতির শেষে ক্রমবদ্ধকৃত অগ্নির উত্তরে রক্ষিত  
পাত্রে রক্ষা করিবে।

৪৩

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

প্রকৃতকর্ম—প্রথমে সঙ্কল্প করিবে, যথা—“বিকুরৌ তৎসদ্য মাঘেমাসি মকররাশিছে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে শ্রীপক্ষম্যস্তিথৌ  
অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা শ্রীশ্রীসরস্বতীশ্রীতিকামঃ (পরার্থে—অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকসঙ্কল্পিত শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবীদেবনীমস্যার্থার-  
পূজাকর্ম্মাদীভূতহোমকর্ম্মণি “ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবোঃ স্বাহা” ইতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিতেন ইদংসংখ্যক (সংখ্যা উদ্দেশ্য)  
সাজ্যবিষপত্রৈর্হোমমহং করিষ্যে। (পরার্থে—করিষ্যামি) ॥ অনন্তর অগ্নির পশ্চিমে তিলমিশ্রিত ঘৃতপাত্র উত্তরপাশ্রে কুশোপরি স্থাপন  
করতঃ একটি প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে আছতি দিয়া মহাব্যাহতি হোম করিবে। যথা—“প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীঋষেঃ  
অগ্নির্বেতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ও ভূঃ স্বাহা ॥ প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীঋষেঃ বায়ুর্বেতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ও ভূষা  
স্বাহা ॥ প্রজাপতিঋষিরনুষ্টিপৃছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ও স্বঃ স্বাহা ॥”

৪৪

প্রত্যেকটি মন্ত্রে তিনবার আছতি দিয়া “প্রজাপতিঋষিবৃহতীঋষেঃ প্রজাপতির্বেতা ব্যক্তসমস্তমহাব্যাহতিহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ও  
ভূর্ভুবঃ স্বাহা ॥” মন্ত্রে একবার আছতি দিবে। অনন্তর “ও অয়্যে স্বং বলদনামাসি মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া “ও পিসঙ্গ্রকেশাঙ্ক  
পীনাসজঠরোহঙ্কঃ ॥ ছাগস্থ সাক্ষসূত্রোহগ্নি সপ্তর্ষি শক্তিধারকঃ ॥” ধ্যান পাঠ করিয়া “ও বলদায়ৈ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ,  
ইহসমিধেহি ইহসমিধেহি, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু: মমপূজাং গৃহাণ” মন্ত্রে আবাহন করিয়া “এষ গচ্ছ ও বলদায়ৈ নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ও  
বলদায়ৈ নমঃ, এষ ধূপঃ ও বলদায়ৈ নমঃ, এষ দীপ ও বলদায়ৈ নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ও বলদায়ৈ স্বাহা” মন্ত্রে পক্ষোপচারে

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

পূজা করিয়া সমিধের অর্চনা করিবে, যথা—“বৎ এতাত্তো সাজ্যবিষপত্রৈভ্যো নমঃ ॥ এতদধিপত্যয়ে দেবায় ও প্রথাবিষুশিবায় নমঃ,  
সম্প্রদানায় ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো নমঃ ॥” অতঃপর “ও ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবো স্বাহা” মন্ত্রে এক একটি বিষপত্র ঘৃতাক্ত করিয়া  
হোম করিবে। পরে মহাব্যাহতিহোম করিয়া প্রাদেশপ্রমাণ কুশ ঘৃতাক্ত করিয়া অমন্ত্রক অগ্নিতে আছতি দিবে। হোমান্তে হতশেষ  
(হাতখাড়া) পাত্রান্তরে রক্ষা করিবে। পরে উদীচ্য কর্ম করিবে ॥

৪৫

উদীচ্য কর্ম—প্রথমে ঘৃতদ্বারা মহাব্যাহতিহোম করিবে, যথা—“ও ভূঃ স্বাহা, ইদং ভূঃ ॥ ও ভুব স্বাহা, ইদং ভুবঃ ॥ ও স্বঃ  
স্বাহা, ইদং স্বঃ ॥ ও ভূর্ভুবঃ স্বাহা, ইদং ভূর্ভুবঃ ॥” অনন্তর প্রায়শ্চিত্ত হোমের সঙ্কল্প করিয়া “বিধু” নামক অগ্নির আবাহন করতঃ  
প্রায়শ্চিত্তহোম করিবে, যথা—“বিধুরৌ তৎসদ্য মাঘেমাসি মকররাশিছে ভাস্করে শুক্রেপক্ষে শ্রীপক্ষম্যস্তিথৌ অমুকগোত্র  
শ্রীঅমুকদেবশর্মা কৃত্তেধ্বিন্ হোমকর্ম্মণি যথৈগুণ্য জাতং তদ্যোযশ্রশমনায় “তন্নো অয়ে” ইত্যাদিভিঃ পক্ষতিঋশ্নৌ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং  
করিষ্যে ॥” পরে “ও অয়ে স্বং বিধুনামাসি ও বিধুনাময়ে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসমিধেহি, ইহসমিধেহি, অত্রাধিষ্ঠানং  
কুরু: মমপূজাং গৃহাণ” মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ ও আবাহন করিয়া ধ্যান করতঃ পূজা করিবে, যথা—“ও পিসঙ্গ্রকেশাঙ্কঃ পীনাস  
জঠরোহঙ্কঃ ॥ ছাগস্থ সাক্ষসূত্রোহগ্নি সপ্তর্ষি শক্তিধারকঃ ॥ এষ গচ্ছঃ ও বিধুনামায়ৈ নমঃ ॥ এতৎ পুষ্পম্ ও বিধুনামায়ৈ নমঃ, এষ

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

ধূপঃ ও বিধুনামায়ৈ নমঃ, এষ দীপ ও বিধুনামায়ৈ নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ও বিধুনামায়ৈ স্বাহা ॥” অনন্তর পাঁচটি মন্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত  
হোম করিবে, যথা—“বামদেব্যঋষিরনুষ্টিপৃছন্দোহগ্নিকরণোদেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ও স্বমোহয়ে বরণস্য বিদান, দেবস্য  
হেডো অব্যাসিসীষ্ঠাঃ যজিষ্ঠো বহিতমঃ শোণ্ডানো বিশ্বাদেবান্ প্রমুখ্যস্বং স্বাহা ॥ ইদমগ্নিবরণাভ্যম্ ॥ ১ ॥ বামদেব্য-  
ঋষিষ্টিপৃছন্দোহগ্নিবরণোদেবতে প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ও স্বমোহয়েবমো ভবোত্তী, নেদিষ্ঠো অস্যা উযসো ব্যুষ্ঠো ॥ অবযক্কা নো  
বরণওঁররানো ব্রীহি মুড়ীকণ্ডং সুহবো না এধি স্বাহা ॥ ইদমগ্নিবরণাভ্যম্ ॥ ২ ॥ ও প্রজাপতিঋষিবৃহতীঋষেঃহগ্নির্বেতা প্রায়শ্চিত্তহোমে  
বিনিয়োগঃ ॥ ও অশাশ্চায়েহস্যনভি শক্তিপাশ্চ, সত্যমিস্ত ময়া অসি ॥ অয়না ন যজ্ঞং বহাসয়া নো খেহি ভেবজওঁ স্বাহা ॥ ইদমগ্নিভাঃ  
॥ ৩ ॥ ওনশেফঋষিষ্টিপৃছন্দো বরণাদয়োদেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ও যে তে শতং বরণং যে সহস্রং যজিষ্ঠাঃ পাশা  
বিততা মহাজ্ঞাঃ ॥ তেভিনো অদ্য সবিতোতবিস্বর্ষিধে মুঞ্চস্ত মরুতাঃ স্বকাং স্বাহা ॥ ইদং বরণায়, সবিত্রে বিষ্ণবে, বিশ্বোভ্যোদেবভ্যো,  
মরুতা স্বর্ভেভ্যঃ ॥ ৪ ॥ ওনশেফঋষিষ্টিপৃছন্দো বরণোদেবতাঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ ॥ ও উদুস্তমং বরণপাশমণ্ডবোধমং বিধবমওঁ  
শ্রধায় ॥ অথাবয়মাজিভরতে তবানাগাসাহিতয়ে স্যাম স্বাহা ॥ ইদং বরণায় ॥ ৫ ॥ অনন্তর নবগ্রহহোম করিবে।

৪৬

নবগ্রহহোম—রবিগ্রহ—“ও আকু্ষেন রজস্য বর্তমানো নিবেশয়মমৃতং মর্জাঞ্চ ॥ হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি

৪৭

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

ভুবনানি, পশান স্বাহা, ইদং রবিগ্রহায় স্বাহা" ॥ ১ ॥ সোমগ্রহ—“ও ইমং দেবা অসপত্নস্ত সুকথং, মহতে ক্ষত্রায়, মহতে জ্যেষ্ঠায়, মহতে জ্ঞানরাজ্যায় চ্রেসিদ্ধিায়। ইমমমুস্যাপ্তমুস্যৈ পুত্রমস্যৈ বিশ, এষ বোধমী রাজা সোমোহস্মাকং ব্রাহ্মণানাং স্বাহা ॥ ইদং সোমগ্রহায় স্বাহা" ॥ ২ ॥ মঙ্গলগ্রহ—ও অগ্নিমুর্খা দিবাঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাণ্ডসি জিহ্বতি স্বাহা, ইদং মঙ্গলগ্রহায় স্বাহা ॥ ৩ ॥ বুধগ্রহ—ও উনুবুধ্যাস্যে প্রতিজাগৃহি তুমিষ্টাপূর্থে সন্ত সৃজ্ঞেখাময়কা অগ্নিন্ সখয়ে অধুত্তরগ্নিন্ বিখেদেবা যজ্ঞমানশ্চ সীনত স্বাহা, ইদং বুধগ্রহায় ॥ ৪ ॥ বৃহস্পতিগ্রহ—ও বৃহস্পতে অতিঅদর্যো অর্হসি দুানবিতাতিক্রতুমজ্ঞনেবু। যদীদয়জ্জবস যত প্রজাত তদম্বাবু ব্রবিনং দেহি চিত্রং স্বাহা, ইদং বৃহস্পতিগ্রহায় ॥ ৫ ॥ শুক্রগ্রহ—“ও অজ্ঞাং পরিসতো রসং ব্রহ্মণা ব্রহ্মণ ব্যপিবং ক্ষত্রং পয়ঃ সে মং প্রজাপতিঃ। স্বতেন সত্যমিচ্ছিন্নম্ বিপানং শুক্রমঙ্গস্য ইন্দ্রেস্যেচ্ছিন্নামিন্দং পয়োহমৃতং মধু স্বাহা, ইদং শুক্রগ্রহায় ॥ ৬ ॥ শনিগ্রহ—ও শনো দেবীরভিষ্টয়ে, আপো ভবন্ত পীতয়ে। শংযোরভি ব্রবন্ত নঃ স্বাহা। ইদং শনিগ্রহায় ॥ ৭ ॥ রাহুগ্রহ—ও কাণ্ডাং কাণ্ডাং প্ররোহন্তিঃ পরুযাঃ পরুষ্পরি। এবা নো দুর্কে প্রতনু, সহশ্বে শতেন চ স্বাহা, ইদং রাহুগ্রহায় ॥ ৮ ॥ কেতুগ্রহ—ও কেতুং কৃষ্ণকেতবে, পেশোমর্থা অপেশসে। সমুযত্তিরজায়থাঃ স্বাহা, ইদং কেতুগ্রহায় ॥ ৯ ॥ পরে দিকপালহোম করিবে।

দিকপালহোম—ও ত্রাতারমিত্রমবিতারমিত্রং হবে হবে সুবহুর্থে শুরমিত্রম্। হুয়ামি শক্রং পুরহুতমিত্রং, যন্তি নো মঘবা ধাত্বিত্রাঃ স্বাহা। ইদমিত্রায় ॥ অগ্নি—ও বৈশ্বানরো ন উতয়, আ প্রয়াতু পরাবতাঃ। অগ্নিরুর্ধ্বেন বাহসা স্বাহা ॥ ইদমগ্নয়ে ॥ যম—ও

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

অসি যমো অস্যাতিত্যো অকর্ষসি, ত্রিতো গুহেন ব্রতেন। অসি সোমেন সমরা বিপুজা আছন্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি স্বাহা ॥ ইদং যমায়। নৈর্ধত—ও যন্তে দেবী নির্ধতিবারক্ধ, পশং গ্রীবাযবিজ্জুতাম্। তন্তেবিয়াম্যায়ুবো ন মধ্যানর্ধতে পিতুমজি প্রসূতাঃ স্বাহা ॥ ইদং নৈর্ধতয়ে ॥ বরুণ—বরুণস্যোস্তম্ভনমসি, বরুণস্য ব্ধ সজ্জনীহুঃ। বরুণস্যস্বতসদনমসি। বরুণস্যস্বতসদনামাগীন স্বাহা ॥ ইদং বরণায়। বায়ু—ও বাত আ বাতু ভেযজং শতু ময়োতু নো হসে। প্রণ আয়ুণ্ডবি তারিষং স্বাহা ॥ ইদং বায়বে। কুবের—ও কুবিনস যবমন্তো যবগ্নিন্, যথা দান্তানুপূর্কং বিঘ্নয়। ইহেইহেযাং কুণ্ধি ভোজনানি, যেবর্হিযো মম উক্তিং যজন্তি স্বাহা ॥ ইদং কুবেরায়। ঈশান—ও তমীশানাং জগতত্ত্বয়ুপতিং, থিয়ঞ্জিষবসে ধমহে বয়ম্। পূবা নো যথা বেদসামসদ যুখে, রক্ষিতা পায়ুরদকঃস্বতয়ে স্বতয়ে স্বাহা ॥ ইদমীশানায় ॥ ব্রহ্ম—ও আ ব্রহ্মন ব্রাহ্মণেন ব্রহ্মবর্চসী জায়তা মা রাষ্ট্রে রাজ্ঞাঃ শুর ইষ্যোহতিব্যাদী মহারথো জায়তাং, সোষ্ট্রী ধেনুর্যোচানভানাতঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্যোষা, জিক্ধু রথেষ্টাঃ সডেভ্যো যুবাহস্য বীরো জায়তাং নিকামে নিকামে নঃ পর্জস্যো বর্ষতু, ফলবতো ন শুযথ পচ্যাব্য, যোগক্ষেমে নঃ কলতাং স্বাহা ॥ ইদং ব্রহ্মণে। অনন্ত—ও নমোহন্ত সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অস্তরীক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ স্বাহা ॥ ইদমনস্তায় ॥ অতঃপর প্রত্যাঙ্কসেবতার হোম করিবে।

প্রত্যাঙ্কসেবতাহোম—সামবেদি প্রত্যাঙ্কসেবতা হোম স্রষ্টব্য (পৃঃ ৪১)। অতঃপর একটি ঘটাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করতঃ মৃড়নামক অগ্নির আবাহন করিয়া পূর্ণাঙ্কিত দিবে, যথা—“ও অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি, ও মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

ইহতিষ্ঠ, ইহসমিধেধি, ইহসমিধস্থ্যং, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মমপূজাং গৃহাণ” মন্ত্রে আবাহন করিয়া ধ্যান পাঠ করতঃ পঞ্চোপচারে পূজা করিবে, যথা—এষ গচ্ছ ও মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ও মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ও মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধীপাঃ ও মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবির্বেদ্যম্ ও মৃড়নামাগ্নয়ে স্বাহা ॥ অনন্তর ফলপুষ্পযুক্ত প্রচুর ঘৃত গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া শঙ্খঘণ্টাদি বাদ্য সহকারে পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত অগ্নিতে মন্ত্রপাঠ সহকারে আর্ছতি দিবে, যথা—“ও মুর্খানাং দিবো অরতিঃ পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত আজ্ঞাতমগ্নিম্। কবিত্তং সহাজমতিথিং জনানামাসন্ন্য পাত্রং জনয়ন্ত দেবো জনয়ন্ত দেবো স্বাহা।” অনন্তর ব্রহ্মদক্ষিণার্ধ পূর্ণপাত্রানুকরণ ভোজ্যোৎসর্গ করিবে, যথা—বামহস্তে ভোজ্য ধারণ করিয়া “বং একস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকরণভোজ্যায় নমঃ” মন্ত্রে কুশবারিঘারা শোধন করিয়া “এতে গন্ধপুষ্পে ও পূর্ণপাত্রানুকরণভোজ্যায় নমঃ” মন্ত্রে পুষ্পাদিঘারা অর্চনা করিয়া “এতদবিপত্যয়ে দেবার ও বিষ্ণবে নমঃ” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া উৎসর্গবাধ্য পাঠ করিবে, যথা—বিষ্ণুরৌ তৎসদ্য মাঘেমাসি মকররাশিহে ভাঙ্করে শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাস্তিযৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকসেবশর্মা কৃতৈতৎ হোমকর্মসামতার্থং দক্ষিণামিন্দং পূর্ণপাত্রানুকরণভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুসেবতং যথাসম্ভবগোত্রনামে ব্রহ্মণে অহং সঞ্জলসে” মন্ত্রে দক্ষিণাস্ত করিয়া “ও চতুর্বদনসম্বহু চতুর্কেনকটুখিনে। থিজানুষ্ঠেয় সংকর্ম শাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ, ও তমগ্নে সর্কভূতানামস্তচরসি পাবকা হবাং বহসি দেবনাম তঃ শান্তিং প্রযচ্ছমে ॥ ও পিত্রাঙ্ক লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হতাপন। সাক্ষী ত্বং পৃথ্যপাণাণং ধনঞ্জয় নমোহন্ততে ॥” মন্ত্রে অগ্নিকে প্রণাম করিবে। অনন্তর কুশবারি ঘারা “ও ব্রহ্মণ ক্রমহ” মন্ত্রে ব্রহ্মার বিসর্জন

করিবে। অনন্তর “ও অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ” মন্ত্রে জলঘারা অগ্নির বিসর্জন করতঃ “ও পৃথি ত্বং শীতলা ভব” মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে দুগ্ধাদি দিবে। তৎপরে ছুতিলের ঈশানকোণ হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম লইয়া মন্ত্রপাঠ সহকারে যথাযথ স্থানে তিলকধারণ করিবে, যথা—ললাটে—“ও কশ্যপস্য ত্রায়ুযম্। কণ্ঠে—“ও জমদগ্নেত্রায়ুযম্।” বাহ্মুলে—“ও যদেবানাং ত্রায়ুযম ॥ হৃদয়ে—“ও তমোহন্ত ত্রায়ুযম্ ॥ অনন্তর দক্ষিণাস্ত, বৈগুণ্যসমাধান ও অগ্নিপ্রাবধারণ করিবে।

দক্ষিণাবাক্য—“বিষ্ণুরৌ তৎসদ্য মাঘেমাসি মকররাশিহে ভাঙ্করে শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাস্তিযৌ অমুকগোত্রঃ অমুকসেবশর্মা কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীসরস্বতীসেবীলেখনীমস্যাধারপূজাষতুতহোমকর্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিন্দং যৎকিঞ্চিৎ কাঙ্ক্ষনমূল্যং অনুকরণং রৌপ্যবণ্ডং হরিতকীফলং বা যথাসম্ভবগোত্রনামে ব্রাহ্মণায়াহং সঞ্জলসে।” অনন্তর বৈগুণ্যসমাধান করিবে, যথা—“রিষ্ণুরৌ তৎসদ্য মাঘেমাসি মকররাশিহে ভাঙ্করে শুক্রেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাস্তিযৌ অমুকগোত্রঃ অমুকসেবশর্মা কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীসরস্বতীসেবীলেখনীমস্যাধারপূজাষতুতহোমকর্মণি যৎশৌণ্ড্যং জাতং তদ্ব্যেয প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণের্নাম স্মরণমহং করিযো ॥” অতঃপর “ও বিষ্ণু” মন্ত্র দশবার জপ করিয়া অগ্নিপ্রাবধারণ করিবে, যথা—“ও কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীসরস্বতীসেবীলেখনীমস্যাধারপূজাষতুতহোমকর্মণি হচ্ছিমমস্ত ॥” ও অস্ত্র (প্রতিবচন)। অনন্তর ভগবৎ প্রণাম করিবে, যথা—“ও ব্রহ্মণ্যদেবার গো ব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥” ইতি যজুর্বেদি হোম প্রারোগ।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

श्रीश्रीसरस्वती स्तोत्रम् ॥ वृहस्पतिरुवाच—ॐ सरस्वतीं नमस्यामि जेतना हृदि संस्थिताम् । कठं ह्यं पद्मयोनिस्यं ह्रीं ह्रींकारप्रितां  
 सुताम् ॥ १ ॥ मतिनां वरदास्त्रिव सर्वाकामफलप्रदाम् । केशवस्य त्रियां देवीं वीणाहस्तां वरजदाम् ॥ २ ॥ ऐं ऐं मङ्गलप्रियां नित्यां  
 कुमतिस्त्रयसकारिणीम् । सुप्रकशां निरलक्ष्मज्जानतिमरिपहाम् ॥ मोक्षदाक सदा नित्यां सुतां शोभनप्रियाम् । पदाहित कुण्डलिनीं  
 सुवर्णां मनोहराम् । आदित्यमण्डले लीनां प्रणामिकुलप्रियाम् ॥ ४ ॥ श्वविरुवाच—इति संस्तुता देवी वागीशेन महात्मना । आत्मानं  
 दर्शयामास शरणिदुःखप्रशाम् ॥ ५ ॥ देव्युवाच—वरं वृषभ तद्वत् ते यस्ते मनसि वर्तते ॥ ६ ॥ वृहस्पतिरुवाच—वरदा यदि मे देवि  
 निवृत्तानं प्रयाह मे ॥ ७ ॥ देव्युवाच—दत्तं ते निर्दलं ज्ञानं कुमतिस्त्रयसकारणम् । स्तोत्रेनानेन ये भक्त्या मांस्तुवन्ति सदा नराः ।  
 ते लभन्ते परज्ज्ञानं ममदुल्या पराक्रमम् ॥ ८ ॥ त्रिसङ्घां प्रयातो ह्युवा यस्मिन् पठते सदा । तस्य कष्टे सदा वासं करिष्यामि न संशयः  
 ॥ ९ ॥ इति श्रीवृहस्पतिकृतं श्रीश्रीसरस्वतीस्तोत्रं सम्पूर्णम् ।

श्रीश्रीसरस्वती कवचम् ॥ दुर्गुवाच—ॐ ब्रह्मन् ब्रह्मविद्यां श्रेष्ठं ब्रह्मज्ञानविशारद । सर्वज्ञ सर्वज्ञानक सर्वैस सर्वपूजित ॥  
 सरस्वत्याश्च कवचं ब्रह्मि विश्वजयं प्रभो । अजातयाम मङ्गलायं समुह-संयुतं परम् ॥ ब्रह्मोवाच—शुभु वरुं प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वकामदम् ।  
 श्रुतिसारं श्रुतिसूत्रं श्रुतिसूत्रंश्रुतिपूजितम् ॥ १ ॥ उक्तं गोलोकं कृष्णं मह्यं वृन्दावने वने । रासेश्वरेण विद्वान् रासे च

रासमण्डले ॥ २ ॥ अतीव शौचनीयक कल्पवृक्ष समं परम् । अस्तुतास्तु मङ्गलायं समुहं समर्पितम् ॥ ३ ॥ यदुवा पठनात् ब्रह्मन्  
 बुद्धिमांश्च वृहस्पतिः । यदुवा भगवन् सुकृत् सर्वासेतेषु पूजितः ॥ ४ ॥ पठनाकारणान् वागी कवीन्द्रो वाग्मिकी मुनिः । शयत्तुवो  
 मनुश्चैव यदुवा सर्वापूजितः ॥ ५ ॥ कणादो गौतमः कण्डः पार्थिवः शाकटायनः । ब्रह्मकार यदुवा दत्तः कात्यायन शरम् ॥ ६ ॥ कृष्ण  
 वेद-विभागक पुराणानुचिन्तानि च । चकार लीलामात्रेण कृष्णैरुपायनः शरम् ॥ ७ ॥ शीतान्तपक्ष संवर्गे वशिष्ठं पराशरः । यदुवा  
 पठनात् ग्रहं याज्यवक्षश्चकार सः ॥ ८ ॥ श्याशुसो भद्रबाजश्चां श्रीको देवलुक्था । जैगीवयोश्च जावलीर्यदुवा सर्वापूजितः ॥ ९ ॥  
 कवचस्याय विप्रेभ्यः श्वविरुव प्रजापतिः । शरं वृहस्पतिश्चन्दो देवो रासेश्वरः प्रभुः ॥ १० ॥ सर्वतन्त्रपरिज्ञान सर्वार्थसाधनेषु च ।  
 कवितानु च सर्वासु विनियोगः प्रकीर्तितः ॥ ११ ॥ ॐ ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा शिरो ये पातु सर्वात्मः । श्रीं वाग्देवतायै स्वाहा डालं  
 मे सर्वादावतु ॥ १२ ॥ ॐ सरस्वत्यै स्वाहेति श्रोत्रं पातु निरन्तरम् । ॐ श्रीं ह्रीं भारत्यै स्वाहा नेत्रयुग्मं सदावतु ॥ १३ ॥ ॐ ह्रीं  
 वाग्वासिन्यै स्वाहा नासां मे सर्वादावतु । ह्रीं विद्याधिष्ठातृदेव्यै स्वाहा श्रुतं सदावतु ॥ १४ ॥ ॐ श्रीं ह्रीं त्रास्यै स्वाहेती दन्तपङ्क्तौ  
 सदावतु । ऐं इतोकाक्षरौ मन्त्रो मम कर्णं सदावतु ॥ १५ ॥ ॐ श्रीं ह्रीं पातु मे श्रिवां श्रुतं मे श्रीं सदावतु । श्रीं विद्याधिष्ठातृदेव्यै  
 स्वाहा वक्त्रं सदावतु ॥ १६ ॥ ॐ ह्रीं विद्याधरूपार्यै स्वाहा मे पातु नासिकाम् । ॐ ह्रीं ह्रीं वायुयै स्वाहा मम पृष्ठं सदावतु ॥ १७ ॥  
 ॐ सर्वाकर्णिकार्यै च पातु मम सदावतु । ॐ वाग्धिष्ठातृदेव्यै च सर्वासि मे सदावतु ॥ १८ ॥ ह्रीं सर्वाकर्णिकार्यै स्वाहा प्राच्यां सदावतु ।

ॐ ह्रीं जिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहाग्निदिशि रक्तवत् ॥ १९ ॥ ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै बहुजनस्यै स्वाहा । सततं मन्त्रराजोश्चरं दक्षिणे  
 मां सदावतु ॥ २० ॥ ॐ ह्रीं श्रीं त्र्यम्बरो मन्त्रो नैर्ऋत्यां मन्त्रो मे सदावतु । करिजिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा मां वाक्प्रेक्षवतु ॥ २१ ॥  
 ॐ सदाधिकार्यै स्वाहा वायव्ये मां सदावतु । ॐ गद्यपद्यवासिन्यै स्वाहा मामुत्तरेहवतु ॥ २२ ॥ ॐ सर्वाक्षरवासिन्यै स्वाहा ऐशान्यां  
 सदावतु । ॐ ह्रीं सर्वापूजितायै स्वाहा तैर्ऋतं सदावतु ॥ २३ ॥ ऐं ह्रीं पुत्रकवासिन्यै स्वाहाहथे मां सदावतु । ॐ ग्रहवीज्यरूपार्यै  
 स्वाहा मां सर्वादावतु ॥ २४ ॥ इति ते कथितं विप्र सर्वमन्त्रोच्चविग्रहम् । इदं विश्वजयं नाम कवचं ब्रह्मरूपिणम् ॥ २५ ॥ पुरा  
 ज्ञातं धर्मज्ञानं पर्वते गङ्गमानने । तवोत्प्रेहायामराथायं प्रवक्तव्यं न कस्यापि ॥ २६ ॥ सुकर्मकार्यं विधिवत् ब्रह्मलक्षणचन्दनैः ।  
 प्रणम्य दण्डमुनी कवचं धारयेत् सुधी ॥ २७ ॥ पञ्चलक्षणेनैव सिद्धं कवचं भवेत् । यदि स्यात् सिद्धं कवचो वृहस्पति समो  
 भवेत् ॥ २८ ॥ महावागीश कवीन्द्र त्रैलोक्यविजयी भवेत् । शक्यति सर्वं हेतुकं कवचस्य प्रसादतः ॥ २९ ॥ इदं ते कावचाद्योक्तं  
 कथितं कवचं मुने । स्तोत्रं पूजा विधानक ध्यानक बन्धनं तथा ॥ ३० ॥ इति श्रीब्रह्मवैवर्तपुराणे श्रुतिखण्डे नारायणनारदसंवासे  
 श्रीश्रीसरस्वतीकवचं समाप्तम् ।